নন্টে ফন্টে

কালেকশন

৪. ৫. ৬

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

ওদিকে
প্রায় আধমাইল চলে এসেছি কিন্তু কোথায় বোর্ডিং! ছোড়াদুটো তো আচ্ছা ছুঁচো!
ঝপাস!
গ্ল—প্!
দুটোকে পেলেহয়!
আধঘন্টা পরে
আসুন, আসুন! এ কী! এ অবস্থা হলো কি করে?
এই যে, তুই ই তো ভুল পথ দেখিয়েছিলি,—যার জন্যে আমাকে পানা পুকুরে পড়তে হয়েছে!
ভুল রাস্তা দেখাইনি তো!
আবার মিথ্যেকথা!
না স্যার আমি ঠিকই দেখিয়েছিলাম, আপনি দিকভুল করে ফেলেছেন!

দিক ভুল করেছি? বটে! ঠিক আছে আমার ঘরে দেখা কর্-ভুলের মূল সমেত উপড়ে দিচ্ছি!
তোর জন্যেই তো বেঙানি খেতে হবে! তখন ঠিক রাস্তা দেখিয়ে দিলেই হোতো!
আরে তখন ছোঁড়া বলে ডাকাতেই তো মেজাজ খিঁচড়ে উল্টো রাস্তা দেখিয়ে দিলুম!
বলে কি'না দিকভুল! আসুক আগে হতচ্ছাড়ারা!
স্যারের ঘরে ঢোকবার আগে
সে রকম হয়তো কিছু বলবে না। দুটো ধমক ধামক দিয়েই ছেড়ে দেবে, কি বলিস নন্টে!
দশ মিনিট পরে
উ-ফ!
আফ!
আজ শুধু একটু বুলিয়ে ছেড়ে দিলাম, মনে থাকে যেন!
কয়েকদিন পরে
নতুন স্যার তো বন-জঙ্গল খাইয়ে খাইয়ে পেটে সুন্দরবন বানিয়ে ফেললো মাইরি! বলে ওসব ভিটামিনেতে নাকি একেবারে ঠাসা। আর নিজে মাছ মাংস ওড়াচ্ছে! এর একটা বিহিত করতেই হবে!
সে তো ঠিক কথা, কিন্তু কি করে কি করবি?

যাতে নিজেই এখান থেকে কেটে পড়ে সে ব্যবস্থা করতে হবে। মাথায় একটা দারুণ আইডিয়া এসেছে! তোকে কি করতে হবে ভালো করে শোন্—
রাত্রে
এতো চেঁচামেচি কিসের?
স্যার, নন্টে এ ঘরে থাকতে চাইছে না! জানলায় কি দেখেছে বলছে। শুনে আমারও গা ছম ছম করছে!
বটে, কি দেখেছিস শুনি?
ভূত! নিশ্চয় ভূত স্যার জানলা দিয়ে আমার দিকে তাকিয়েছিল। আমি চাইতেই সাঁৎ করে সরে গেল!
গাঁজা টাঁজা খাচ্ছিস না কি? কি দেখতে কি দেখে, বলে কিনা ভূত দেখেছি! কাল তোদের বুঝিয়ে দেবো যে, ও সব হচ্ছে মনের আর চোখের ভুল। এবার আর ঝামেলা না বাড়িয়ে চটপট শুয়ে পড়!
পরদিন ভূত সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ উপদেশের পর
এবার সবকিছু বুঝলি তো?
মনকে দৃঢ় আর সাহসী রাখতে হয়। আর গুরুপাক দ্রব্য বর্জনীয়! কারণ পেট গরম হলেও এরকম সব অলীক দৃশ্য দেখা যায়!
তেদিন বিকেলে
ওটা কি পিস্তল না কি রে— আপস্!
হুয়েস, এটা পিস্তল! তবে গুলির বদলে এই বেরোয়— হাঃ হাঃ হাঃ!

সেদিন রাত্রে
জোলাপটা আজ একটু গুরু হয়ে গেছে! জল খেয়ে শুয়ে পড়া যাক।
আবে! গায়ে জল পড়ছে। এর মধ্যে আবার বৃষ্টি এসে গেলো নাকি!
কৈ, আকাশ তো দেখছি পরিষ্কার। আর বৃষ্টি পড়লেও অত দূরে যাবে কি করে! ছাদ ফুটো নয় যে, সেখান দিয়ে পড়বে।
আজব কাণ্ড! জানলাটার আবার ছিটকিনি নেই। যাক, এবার শুয়ে পড়ি। যত সব ইয়ে ঝামেলা!

কিছু পরে
হঠাৎ
ওরে বাবা, এসব আবার কি সুরু হলো !
উঁ উঁ উঁ উঁ
অ্যাঁক্ !
অ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ—
স্যার স্যার !

একটু পরে
কি হয়েছে ?
আপনি গোঙাচ্ছিলেন কেন স্যার ?
ভাবলাম আপনি ভয় পেয়েছেন !
ওসব তোরা বোধহয় ভুল শুনেছিস। আমি ভয় পাবো—কি যে বলিস্! মনে হচ্ছে তোরাই খুব ভয় পেয়েছিস? ভয় কি, তোরা দুজনে আমার ঘরেই থাক্।
আচ্ছা স্যার !
তোরা জেগে থাক। বেশী আহারের মতো বেশী ঘুমও ক্ষতিকারক ! আমি একটু শুধু চোখ বুজে পড়ে থাকি, বুঝলি ? তোরা ভয় পাসনা যেন, আমি তো রয়েছি !
হ্যাঁ স্যার !
একটু পরেই
আরো একটু পরে

বাঃ! মাথায় বুলিয়ে দিচ্ছিস! দে ভালো করে দে। তোদের যতোটা খারাপ ভেবেছিলাম ততো খারাপ তোরা নস্ দেখছি!
কি রে! আবার থামলি কেন? বেশতো হাত বুলোচ্ছিলি। আর কিছুক্ষণ বুলো, তারপর—
তারপর—
আঁ-আঁ-ভ্-উ উ ত্। বাইরে থেকে এবার ঘরে এসেছে!
ফ্যাড
বাবারে! ভূতে বুঝি ঘাড় মটকে দিলে রে!
স্যার, মনকে সাহসী আর—
দৃঢ় করুন!
কেল্লা—
ফতে!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
ঘন্টা খানেকের জন্যে একটু বেরুচ্ছি। তোরা একটু ঘরে থাকিস, সব দেখে রাখবি। ঘর দোর নোংরা করবি না।
না স্যর! আমরা আরো সব ঝেড়ে পুঁছে পরিষ্কার করে রাখবো।
হ্যাঁ স্যর, আপনি কিচ্ছু ভাববেন না!
একটু পরে
পা-পোষটা বোধ হয় অনেকদিন ঝাড়া হয় নি। একটু ঝেড়ে রাখি।
আমিও ঝুল ঝাড়ন দিয়ে ঝুল টুল যা হয়েছে ঝেড়ে দি।
ইস্, কি ধূলো জমেছিলো রে!
আধঘন্টা পরে
মরেচে! এ কি হলো রে?
স্যর ফেরবার আগেই সব ঠিক করে ফেলতে হবে ফন্টে!
তুই জল আন্, আমি বিছানার চাদর দিয়ে ঘসে সব ওয়াস্ করে দিচ্ছি চটপট!

নন্টে, এযে ঘরময় সব একেবারে কাদাগোলা হয়ে গেলো রে!
হাত টাত সব টন টন করছে রে মাইরি!
আরো আধঘন্টা পরে
ফন্টে! সব যে আউট অফ হ্যাণ্ড হয়ে গেলো মাইরি!
স্যর আসছে!
নন্টে আর-
ফন-ন্-ন্-
-টে!
বিশ্বাস করুন স্যর, ভালো করতেই চেয়েছিলাম - কিন্তু---

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
বোর্ডিংয়ে
যাও এবারে সবাই মিলে স্নান করে ফেলো।
আচ্ছা স্যার! কিন্তু স্যার, ফন্টেটা চান করতে চায় না।
না, না, শরীর অসুস্থ না থাকলে অবশ্যই রোজ স্নান করবে।
স্যারের কাছে আমার নামে লাগালি কেন? তুই নিজে রোজ চান করিস?
করিনা মানে, রোজ করি। তোর মতো আমি জলকে ডরাই! দ্যাখ না এক্ষুণি চান করতে যাবো।
একটু পরে
চান করতে কল ঘরে চললুম রে ফন্টে! আধ ঘন্টা ধরে জল না ঢাললে আমার আবার চান করাই হয় না, বুঝলি– হেঁঃ হেঁঃ!
কলঘর
আরো একটু পরে
কলঘর
হতভাগাটা খুব তো গ্যাস দিয়ে কলঘরে ঢুকলো, স্যারকে সঙ্গে নিয়ে দেখতে হবেও কতো জল গায়ে ঢালে!
নন্টে এই ঠাণ্ডাতেও খুব জল ঢেলে চান করছে স্যার! দেখবেন চলুন।
বাঃ, বেশ বেশ! কিন্তু তুমি তো এখনো চান করো নি? চলো আমরাও ওর সঙ্গে চান করি গিয়ে।

ছপাস!
ছপাস!
শুনুন স্যর!
বা:! এ ভাবে স্নান করলে শরীর মন দুই-ই ভালো থাকে।
কলঘর
এবার দেখুন স্যর!
হি: হি:! ফন্টে মনে করছে আমি গায়ে খুব জল ঢালছি!
ছপাস!
ছপাস!
চমৎ- এ কি! এই ভাবে স্নান হচ্ছে! আচ্ছা ধড়িবাজ তো!
নন্টে! তুমি তাহলে এই ভাবেই স্নান করে থাকো?
না স্যর— মানে হ্যাঁ স্যর মানে—
বুঝেছি, মানে হচ্ছে ফন্টে নন্টের মাথায় জল ঢালবি আর নন্টে ফন্টের মাথায়!
হ্ঁ-হি-হি!
উঁ-হু-হু!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
শোনো কেলু! বোর্ডিং কর্তৃপক্ষ চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, তাঁরা তোমাকে আর এখানে রাখতে চান না।
কেন স্যর?
কারণ—বছর ছয়েক তুমি একই জায়গায় অটল হয়ে রয়েছো, তাই তাঁরা তোমাকে এখান থেকেই টলাতে চাইছেন।
এ কিন্তু স্যর কর্তৃপক্ষের আমার ওপর ঘোর অবিচার!
আমি এর তীব্র প্রতিবাদ করবো। আমি, আমি আমরণ অনশন করবো।
!
বোর্ডিং কর্তৃপক্ষের বর্বর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আমরণ অনশন
তুমি তাহলে সত্যিই অনশন করছো কেলুদা?
সত্যি না তো কি মিথ্যে? দেখবি এমন অনশন করবো যে কর্তৃপক্ষের টনক একেবারে টনটনিয়ে ছাড়বো।
তিনদিন পর
কেলুদার অনশনের তিন দিন পার হতে চললো, অথচ দ্যাখ একটুও টসকামনি। মনের জোর আছে মাইরি।
মনের জোর না ঘোড়ার ডিম! নিশ্চয়ই এর মধ্যে কিছু আছে। সেটা দেখতে হবে।
দুপুরে
আজ তি কালুবাবু কুছু না খাইলন।
মহা বিপদে পড়া গেলো। ছেলেটাকে কিছুতেই বুঝিয়ে পারা যাচ্ছে না।
বহুত তেজী লেড়কা!

সেদিন রাত্রে সকলে শোবার পর
এতোক্ষণে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। এবার শুরু করা যাক। সবাই জানে আমি না খেয়েই আছি। হিঃ হিঃ!
এইবার ধরা যায় উপোস করেও এতো জেল্লা কেন।
আজ প্রথমে সন্দেশ দিয়ে শুরু করি।
খানিক পরে
আজ একলা গিয়ে দেখি বুঝিয়ে সুঝিয়ে ছোঁড়াটার অনশন ভাঙানো যায় কিনা
ঘরেচে! স্যর সন্দেশ নিয়ে কেন্টোর কাছে যাচ্ছে। জোর জমবে মাইরি।
ঠিক তালে আমরা হাজির হবো।
অবাক কাণ্ড! রাতের বেলা ছোকরা গেলো কোথায়?
বোর্ডিং কর্তৃপক্ষের বর্বর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আমরণ অনশন
পর্দার অন্তরালে স্যর!
সন্দেশের পর এবার রসমালাই — আঁ-আঁউ!
রসমালাই? তোর আগা-পাশতলা ঝালাই করে তবে অন্য কাজ হতভাগা বিটকেল উদখুলে!
হতচ্ছাড়া! পালাচ্ছিস কোথায়? এবার কাল থেকে আমিই তোকে অনশন করাবো স্টুপিড!
ওরে বাবারে! ছেড়ে দিন স্যর কেঁদে বাঁচি।
এবার আমি প্রস্তাব করছি যে ওয়ারিশ পরিত্যক্ত মিষ্টান্নাদি আমাদের সেবায় ব্যবহৃত হোক।
আমি সন্দেশ-পরিপূর্ণ মুখে এই প্রস্তাব সমর্থন করছি।

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
দারুণ গন্ধ বেরিয়েছে রে মাইরি! কিন্তু পকেট যে ফাঁক!
কিন্তু আমার যে ভয়ানক খিদে পেয়েছে রে নন্টে!
হোটেল খাই খাই আজকের মেনু মুর্গীর রোস্ট আর খাস্তা পরোটা
স্থানীয় রঙ্গমঞ্চে অদ্য বৈকালে অভিনব প্রতিভা প্রতিযোগিতা বিজয়ীকে বিরাট নগদ পুরস্কার দেওয়া হবে
নন্টে, এখানে নাম দিয়ে দে না। তোর সেই মুগুর নৃত্য জয়ী হয়ে কিছু টাকা পেতে পারিস্।
শুনবো না। শুনবো না।
ছিঃ ছিঃ! এসব জিনিস হচ্ছে দ্বিতীয় শ্রেণীর। আমার নৃত্য সহজেই প্রথম হবে।
দর্শকবৃন্দ, এবার আসছেন শ্রীমান নন্টে!
শ্রীমান আপনাদের বিশেষ মুগুর নৃত্য দেখাবেন।
কিন্তু
এই মরেছে! ওকে দেখছি মঞ্চ ভীতিতে ধরেছে!
এই পিঁপড়ের বাসাটাই ওকে শুরু করাবে।
উহ্!
বাপরে, গেছি!
চমৎকার!
সাবাশ!

সহসা
চোর-পাকড়াও!
গুপ্ত দরজা
প্রথম পুরস্কার
দুই চোট্টা আমাদের পাওনা পুরস্কারের টাকা নিয়ে স্টেজের তলার দরজা দিয়ে পালাচ্ছে।
গুপ্ত দরজা
নেওয়াচ্ছি।
ওয়াহ্!
মুগুর নাচুনেটা আবার কোত্থেকে এসে পড়লো?
উফ্স্!
আমার নৃত্যানুষ্ঠান নষ্ট করা?
দর্শকবৃন্দ, শ্রীমান নন্টে দারুণ খেল দেখিয়েছে তাই প্রথম পুরস্কার দেওয়া গেলো।
প্রথম পুরস্কার
থ্রি চিয়ার্স ফর শ্রীমান নন্টে!
এবার আমরা মজা করে সেই মুরগীর রোস্ট আর খাস্তা পরোটা খাবো।

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

একটু পরে
কৈ এবার তোমার শালগ্রাম দেখাও তো ?
এই দ্যাখ, বাগানে চলে বেড়াচ্ছিলো- তুলে নিয়ে এলুম।
শালগ্রাম কোথায়, এতো শামুক।
ছিঃ ছিঃ! ফুল আর বেলপাতায় চাপা থাকলে কেউ বুঝতেই পারবে না যে এটা শামুক না শালগ্রাম। শুধু দক্ষিণাটা তাদের বদলে আমার ট্যাকস্থ হবে।
চলি রে নন্টে, ফন্টে! পুজোটা সেরে আসি। পারিস তো তোরা আসিস।
দাঁড়া, আমাদের পার্টি ভাঙানো বের করছি। ঠিক হয়েছে, ওর এ শালগ্রাম দিয়েই ওকে গ্রামছাড়া করবো।
মোড়লের বাড়িতে
আমরা তোমার পুজো করা দেখতে এলুম গো কেলুদা!
বেশ করেছিস। ওং সরস্বতী পূজাং খুবং বিষ্টাংভবে হচ্ছেঃ। ফুলং ছিটিয়েং ছিটিয়েং দিচ্ছিং নমং!
ওইতো শালগ্রাম ওরকে শামুক
কেলুর শালগ্রামে একটু জল ঢেলে দি। তাহলে এই অনড় শালগ্রাম নড়া শুরু করবে।
একটু পরেই
একি মোড়লমশাই! শালগ্রাম যে শুঁড় বের করে গুটি গুটি সরে পড়ছে।
তাইতো বটে! এটা তো শালগ্রাম নয়! কুলটে, আমার লাঠিটা আন তো!
শালগ্রাম দিয়ে চিচিং করে আমার পুজোয় অনাচার? আজ তোকে গ্রাম ছাড়া করে তবে আমার অন্য কাজ।
মোড়লমশাই কেলু বিতাড়ন করতে করতে আমরা পুজোটা সেরে ফেলি। কি বলিস নন্টে ?
ঠিক বলেছিস। তাহলে শুরু করা যাক কি বলিস কুলটে?
ঠিক!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
তাই ইস্কুলে সবাই হাসাহাসি করছিলো! এ নিশ্চয়ই হতচ্ছাড়া ফন্টেটার কাজ!
গাধা
কিন্তু আমিও মজা দেখাচ্ছি। ওর পিলে আমি চিলে করে ছাড়বো!
ঐ যে চাঁদু! আর একটু কাছে এসো, তারপর দেখাচ্ছি!
গর-র্-র-র্!
এ্যাঁক্! ডা-ডা-ডা-ডালুক!
দাদাগো! খেলোগো!
এদিকে
পাকড়ো পাকড়ো ডাকু ভাগতা!

আরে আরে, ছাড়, ছেড়ে দে বলছি!
ডালুক গো দাদা!
ভয় নেই রে ফন্টে — আমি আসছি।
সাবাশ! দেখেছে পাকড়িয়ে থাকো! এ ডালুক নেহী, বড়া বদমাস উল্লুক আছে।
নান্টু-ফান্টু তুম দোনো থানেমে আও।
কি থেকে কি হলো রে মাইরি!
আবার থানায় যেতে বললো। ফাটকে আটক করবে না তোরে নন্টে?
থানায়
এক দুর্দান্ত ডাকাতকে ধরে তোমরা যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছো তার জন্যে সরকার থেকে এই পুরস্কার দেওয়া হলো!
দুর্ধর্ষ ডাকাত কি করে ধরা হলো, তার আসল ঘটনা তোমরাই জানলে—
—তাই স্পিকটি নট্! তা না হলে আমাদের প্রেস্টিজ টিলে!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
নন্টে আসছে। এই ছোট আয়নায় রদ্দুর ফেলে ওর সঙ্গে একটু মজা করি।
আরে, আরে, চোখে আয়না মারছে কে রে?
চোখ ধেঁধে গিয়ে আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না!
ওঁফস!
ইস! (চুক চুক!) তোর নাক যে জয়ঢাক হয়ে গেছে রে নন্টে! দেখে পথ চলিস না বুঝি? হিঃ হিঃ!
তুমিই তা হলে আমার চোখে আয়না ফেলেছো?
একি রে নন্টে? গেলি এক ডিজাইনের ঘুষি নিয়ে ফিরলি অন্য রকম!
কেল্টোর অসমনার রসিকতায় আমার এ অবস্থা হয়েছে মাইরি!
ঠিক আছে, ওর বেঁড়ে ওস্তাদি বের করছি! ও মিনি দিয়ে রসিকতা করেছে, আমরা ম্যাক্সি দিয়ে করে ওকে কুপোকাত করবো।

দিল নে পুকারা আঁখো মে আ—
আ-আঃ! ওঃ! একী রে বাবা!
এদিকেও! ওরে বাবা রে! আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা রে!
ওঃ হো হো! আমি নির্ঘাত অন্ধ হয়ে গেছি!
আরে, আরে কানা নাকি? কোথায় যাচ্ছো দেখতে পাও না?
ওফ!
উরে দাদারে! আমি বোধ হয় ঠিক অন্ধ হয়ে গেছি!
ধরলে কবন্ধ করে দেবো। শিগগির রংএর টিন দিয়ে দে।
হতচ্ছাড়াকে খুব টাইট দেওয়া গেছে, কি বলিস?
একেবারে এয়ার টাইট!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
সুন্দরবনের বাঘটা শিকারীকে খুব নাজেহাল করে ছাড়ছে।
যাবলেছিস, খুবই আশ্চর্য কাণ্ড মাইরি।
সত্যি আশ্চর্য! টোপ-ফোপ সব চোখের সামনে খেয়ে পালাচ্ছে, অথচ কিছুই করতে পারছে না।
বাঘটা বেশ ধড়িবাজ বলে মালুম হচ্ছে।
ধড়িবাজ বলে ধড়িবাজ। কোন সময় শিকারীকেই না হালুম বলে চেপে ধরে।
কিন্তু শিকারীও তো শুনছি একজন বেশ নাম করা জীববিজ্ঞানী।
কি রে, কিসের গুলতুনি করছিস? কি বিজ্ঞানী যেন বলছিলি শুনতে পেলুম।
আরে, কেল্টুদা যে!
এই যে সুন্দরবনে বাঘ শিকার নিয়ে এক শিকারী নাস্তানাবুদ হচ্ছে, তাই বলছিলুম অতবড় শিকারী হয়েও—
কি বললি ফন্টে, বড় শিকারী— হিঃ হিঃ হিঃ! হাসালি আমাকে। আরে বন্দুক হাতে করলেই যদি বড় শিকারী হওয়া যায়, তাহলে পাড়ার খোঁটো দারোয়ানটাও একজন বড় শিকারী— হাঃ হাঃ হাঃ!

ওরে সুন্দরবনের বাঘ শিকার কি এতোই সোজা? বিদেশী শিকারী জীডেনস্টিকার আর কতোদিন স্টীক করে থাকতে পারবে। পড়তো এই শর্মার পাল্লায়, বুঝতো ঠ্যালা!
সে কি গো কেলুদা! তুমি আগে কখনো শিকার করেছো নাকি?
ছদো ছদো! তবে বাঘ নয়, কাগ। বাঘেরা এখনো আমার খপ্পরে পড়েনি।
কি যে বলো কেলুদা! বাঘ শিকার আর কাক শিকার এক হোলো?
আরে টিপ করে মারতে পারলে কাগ, বাঘ সবই মারা যায়।
তাহলে তুমি বলতে চাও, স্টিকারের টিপ নেই বলেই কিছু করতে পারছে না?
থাম দিকি নন্টে! স্টিকার নিয়ে আমার কাছে ম্যালা টিক্ টিক্ করিস নাতো
সামান্য একটা বাঘ ঘায়েল করা নিয়ে এতো হাঙ্গামা! আরে, বাঘ দেখামাত্র ঝড়াক্‌সে ঝেড়ে দাও এক গুলি, ব্যস খেল খতম। তা নয়, বাঘের সঙ্গে যেন চোর পুলিশ খেলা চলছে। দিতো আমাকে একটা চান্স, তাহলে বাঘ কি ভাবে ঘায়েল করতে হয় দেখিয়ে দিতুম।
তোমাকে চান্স দিলে তুমি ঐ বাঘটাকে কায়দা করতে পারতে?
কবে তোরা চিড়িয়াখানায় গিয়ে ওটাকে দেখে আসতে পারতিস।

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
এবারের বর্ষায় পুকুর নালা সব ভেসেছে। ফন্টেটাকে সঙ্গে নিয়ে এবারে এই জাল দিয়ে মাছ ধরবো।
খানিক যেতেই
আরে! ফন্টেটা ডাঙ্গা পাঁচিলে বসে কি করছে! হতভাগাটাকে চমকে দি!
আরে আরে! ডাঙ্গা পাঁচিলে জাল ফ্যালে কে রে?
হি-হি! আমিরে। জলে ফেলার আগে তোর ওপর ফেলে একটু প্র্যাকটিস করে নিলুম। কিন্তু লুকিয়ে কি খ্যাঁটাচ্ছিলে চাঁদু?
বেশ করছিলুম। তোর জন্যেই তো কেঁকটা কাকে নিয়ে গেল।
হতচ্ছাড়া বিট্‌কেল! কেঁকটা যখন খেতে যাচ্ছি, তখনই তোর জাল ফেলার সময় হলো রে বাঁদর
দ্যাখ ফন্টে, বেশী ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করবি তো ফের জাল ছুঁড়বো।
তাহলে একটি ঘুঁসিতে তোর নাক —
হঠাৎ
প্রাণে বাঁচতে চাও তো সঙ্গে যা আছে ছাড়ো নয় তো মরো!
ডাকাতি হচ্ছে রে ফন্টে!

ফন্টে! মাছের বদলে জাল দিয়ে আজ ডাকাত পাকড়াবো!
চটপট! এক থেকে তিন পর্যন্ত গুণবো তার মধ্যে মাল হাতে না এলেই এটা— এক-দুই-তি—আঁউ!
ফন্টে, থানায় গিয়ে প্রভুকে নিয়ে যাবার রথ পাঠাতে বলে আয়।
একটু পরে
মেয়ের বিয়ের টাকা নিয়ে যাচ্ছিলুম, কি করে ও টের পেল! যাক, তোমরা আজ আমার প্রাণ-সম্মান দুই বাঁচিয়েছো। তোমরা দীর্ঘজীবি হও!
আরো কিছু পরে
তুই তো তখন আমার ওপর দিয়ে জাল ফেলার প্র্যাক্‌টিস করেছিলি— এবারে আমি যদি তোর ওপর বক্সিংপ্র্যাক্‌টিস করি!
আমার বডি একবার টাচ করে দ্যাখনা!
আজ ছেড়ে দিলুম, কিন্তু কোন্‌দিন আমার হাতে ল্যাংড়া হয়ে যাবি!
আরে যা যাঃ! তুই কোন্‌দিন আমার হাতে নুলো হয়ে যাবি!

নন্টে আর ফন্টে
নন্টে এ্যাণ্ড ফন্টের ফাণ্ডে অনেক জমেছে দেখছি। নন্টেটা মাসিবাড়ি যাবে বলেছিল, বোধহয় চলে গেছে। এই তালে খুচরোগুলোকে নোট করে নিয়ে 'আবার খাবো' রেস্তোঁরায় যেতে হবে।
এদিকে নন্টে
মাসিবাড়ি যাওয়া পণ্ড হয়ে গেল। যাই, ফন্টের সঙ্গে দেখা করে জানিয়ে আসি।
আরে! ঐতো ফন্টে! কিন্তু এত খোশ মেজাজে, কিসের পুঁটলি নিয়ে কোথায় যাচ্ছে? পুঁটলিটা তো বেশ ওয়েটি বলে মনে হচ্ছে।
খুচরোর বদলে পুরো একখানা দশটাকার নোট পাওয়া গেল। পার্টনার জানতেও পারলো না কি হলো।
ব্যাঙ্ক
এতক্ষণে বোঝা গেল। হতভাগাটা আমাদের ফাণ্ড ভেঙে ফুর্তি করার মতলব করেছে!
একটু পরে
হিঃ-হিঃ! খুচরো পয়সা নোট হয়ে আমার পকেটে ঢুকেছে, এবারে এই নোট চপ কাটলেট হয়ে আমার পেটে ঢুকবে। ঠিক একেবারে ম্যাজিক!
ঠিক বলেছিস। এই যেমন তোর হাত থেকে অদৃশ্য হয়ে একেবারে আমার হাতে চলে এলো পাজি হতচ্ছাড়া!

নন্টে! মুখ সামালকে! নইলে — কী রে! কেউ কাঁদছে যেন!
আঃ! ওঃ!
কি হয়েছে আপনার?
আমার আর চলবার ক্ষমতা নেই বাবারা! আমি খরে ফিরতে পারছি না! কি যে করি — ও!
কোন চিন্তা নেই, আমরা পৌঁছে দেবো!
ফন্টে! তুই এদিকে ধর ঝটপট!
ঠিক আছে ব্রাদার!
এসে গেছি বাবারা। সামনে ঐ যে আমার ঘর।
একটু পরে
বুঝলি ফন্টে, নোটটা ওর ঝুলিতে দিয়ে দিয়েছি।
বেশ করেছিস।
কিন্তু তখন তুই মুখ সামালকে বলে আমাকে শাসাচ্ছিলি যে বড়?
বেশ করেছি। তুই আমাকে হতচ্ছাড়া বললি কেন?
তুই একদিন আমার হাতে ধোলাই খাবি ফন্টে।
আরে যা যাঃ! বেশী কপচাসনে নন্টে!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
সহজ সম্মোহন বিদ্যা
বইটা কিনে সম্মোহন বিদ্যাটা ভালো করে আয়ত্ত করে নিতে হবে।
ফন্টেটা এত মনযোগ দিয়ে কি পড়ছে!
এত নিবিষ্ট মনে কি বই পড়ছিলি রে ফন্টে?
ব্যাস্, সব এখন আমার আয়ত্তে!
কি তোর আয়ত্তে রে ফন্টে?
সম্মোহন! আমি এখন তোকে সম্মোহন করে সব কিছু করাতে পারি।
ব্যাস্, তোকে আমি সম্মোহিত করেছি—তুই এখন আমার আয়ত্তে!
আমার সঙ্গে আয় নন্টে! আমি এখন যা বলবো তুই তাই করবি।
হতভাগা ভেবেছ আমি সম্মোহিত হয়েছি!

যা নন্টে! ঐ ভাঁড়ার ঘরে যে আপেল আর কলা আছে, আমাকে এনে দে।
ভাঁড়ার ঘর
ভেবেছে আমাকে দিয়ে ওসব আনিয়ে নিজে খ্যাঁটাবে!
ওকে দিয়ে আনিয়ে দিব্যি খাওয়া যাবে!
ওকে ফাঁকি দিয়ে এসব নিয়ে হাওয়া হয়ে যাবো!
আমার দোষ নেই। ফন্টে আমাকে সম্মোহিত করে এ সব করাচ্ছে।
ঘর
বটে! তাহলে আমিও তোকে সম্মোহিত করছি হতভাগা!
এই তালে কেটে পড়ি!
ওফ!
আর এই তালে আমিও তোর সম্মোহন কাটিয়ে দিচ্ছি!
তুই বই পড়ে পারিস নি, কিন্তু তোর সম্মোহন বিদ্যা বইয়ের গুঁতো আমাকে সম্মোহিত করে ফেলেছে ফন্টে!
আমাকেও!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
এই পুরস্কার একেবারে আমার হাতের মুঠোয়, বুঝলি ?
প্রতিভা প্রতিযোগিতা প্রথম পুরস্কার - সুখাদ্য বোঝাই একটি ঝুড়ি। আগামীকাল ৫টায় আরম্ভ হবে। স্থান - টাউন হল।
কিসের প্রতিভা দেখাবে, সেটা তো ভাবতে হবে।
ওরে, ভাবা আমার সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেছে।
কি দেখাবে গো কেলুদা, অভিনয়?
পরদিন
তুমি নিশ্চয়ই ম্যাজিক দেখাবার কথা ভেবেছো।
না!
আমি ডেনট্রিলকুইস্ট হয়ে যাচ্ছি আর নন্টে তুই আমার কথা বলা পুতুল।
অ্যাই মরেচে!
এবার ফন্টেকে বল হ্যালো ফন্টে!
হ্যালো ফন্টে!
বিকেলে
মঞ্চের প্রবেশ পথ
দাঁড়া, এবার তোকে কোলে করে ঢুকতে হবে। পুতুল তো আর হাঁটতে পারে না!
আমি এখানে ওয়েট করছি। খাবারের ঝুড়িটা তো ধরাধরি করে নিয়ে যেতে হবে।

ভদ্রমহোদয়গণ, এবারে আসছেন বিখ্যাত ভেন্ট্রিলকুইস্ট কেল্টুরাম !
বেশ গোদা পুতুল মনে হচ্ছে।
আজ আমি সবচেয়ে কঠিন কৌশল দেখাবো। একই সঙ্গে খাওয়া এবং পুতুলের মুখে কথা বলা।
হ্যালো, শুভরাত্রি !
সব আমি করছি, আর কেল্টোটা মজা মেরে দিব্যি খাচ্ছে।
কেরামতি আছে বটে !
আপনারা সব কেমন আছেন ?
খাদ্য দেখে আমি আর নিজেকে সামলাতে পারছি না।
সুতরাং
জোচ্চোর ! চিটিংবাজ।
বেদনাময় কিছু সময় পরে
আমার সামনেই কেল্টোকে কায়দা করে গপাগপ ফার্স্ট প্রাইজ সাফ করতে দেখে আমিও সামলাতে না পেরে কিছু খাবলে নিয়ে ওকে মালিশ করার ফাঁকে সরে পরেছি !

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
আমাকে আপনি ডেকেছেন স্যার?
হ্যাঁ! তোকে একটা কাজের ভার দেবো বেল্টু
কি কাজ করতে হবে স্যার?
বলছি, কিন্তু করতে পারবি তো?
এই শর্মা সব কিছুই পারে স্যার! বলুন না কি কাজ।
আমার এক বন্ধু, বেশ সুন্দর দেখে একটা দেশী কুকুর পুষেছিলো। দুদিন হলো ওটাকে পাওয়া যাচ্ছে না।
সেই কুকুরটাকে খুঁজে দিতে হবে। যদি এনে দিতে পারিস তবে ভালো নগদ পুরস্কার পাবি।
আপনার বন্ধুর কুকুরের বর্ণনাটা একটু বলুন স্যার!
সাদা। সারা গায়ে কালো ফুটকি। এই নে একটা ছবিও আছে। আর পুরস্কারের টাকাও আমাকে দেওয়া আছে। নে এবারে দ্যাখ্ যাতে বন্ধুর কাছে মুখ রক্ষা হয়।
নিশ্চিন্ত থাকুন স্যার! আপনার বন্ধুর কুকুর এই শর্মা খুঁজে বের করবেই।

জানিস, স্যার আমাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দিয়েছে। সে কাজে অবশ্য তোদের সহযোগিতা দরকার হবে।
কি ব্যাপার বলোতো কেল্টুদা?
একে খুঁজে বের করতে হবে! এনে দিতে পারলেই নগদ পুরস্কার। তোরা দুজনে অবশ্য আমার সহকারী হিসেবে কাজ করবি, পুরস্কার পেলে ফিফটি ফিফটি শেয়ার।
তোমার সহকারী হয়ে লাভ নেই কেল্টুদা! কেস মিটে গেলে তুমি বেশ সবটাই পকেটস্থ করে ফেলো।
ফন্টে ঠিক কথাই বলেছে।
ঘাবড়াচ্ছিস কেন? এবারে আর কোন গণ্ডগোল হবে না, একেবারে ডান হাত বাঁ হাত।
একবার কার্যোদ্ধার হোক! তারপর কি করে কদলী প্রদর্শন করাই টের পাবে!
ঠিক আছে, তাইলে কাল থেকে আমাদের অনুসন্ধান অভিযান শুরু হবে। তোরা পেলে আগে আমার কাছে আনবি।
বেশ তাই হবে কেল্টুদা!
পরদিন
ছবিটা সঙ্গে নিয়ে তোরা ঐ দিক থেকে খোঁজা শুরু কর। আমি ঐ দিকটা খুঁজবো।
ছিঃ ছিঃ আমি কোন দিকেই যাচ্ছি না কোন চায়ের দোকানে সময় কাটিয়ে দেবো

কিছুদূর গিয়ে
ফন্টে একটা দারুণ মতলব এসেছে! চল এই সাদা কুকুরটাকে নিয়ে যাই।
কিন্তু গায়ে কালো ফুটকি নেই যে রে?
আরে বুদ্ধি খরচ করলে কুকুরের গায়ে ফুটকি গজাতে কতক্ষণ
সুতরাং
তোমার আলামীকে পাকড়াও করে বাইরে বেঁধে রেখেছি।
বলিস কি রে নন্টে! একঘণ্টাও যে হয়নি রে!
ওঃ! পুরস্কারটা আমাদের পাইয়ে দেবার জন্যেই যেন ব্যাটা পালিয়ে এসে এদিকেই ঘুরছিলো, কি বলিস?
ভৌক!
নাও কেলুদা! এবার একে স্যারের কাছে নিয়ে যাও।
নিশ্চয়! এখুনি নিয়ে যাবো। স্যার দারুণ খুশি হবে!
এই নিন স্যার! আপনার বন্ধুর কুকুর।
তোর এলেম আছে কেলু! ভবিষ্যতে তুই বড় গোয়েন্দা হবি দেখছি।

ব্যাটা যেন চিতাবাঘ। দাঁড়া দুদিন স্বাস্থ্য সেরেছে। আগে ওকে চান করাই।
এখুনি স্যার?
হ্যাঁ, গিঁড়ির কাছে নিয়ে যা আমি জল নিয়ে আসি।
ঝপাস
একি! ছিলো চিতাবাঘের মতো, চান করাতেই ডোরাকাটা হয়ে গেলো কি করে? অ্যাঁ।
তা-তাইতো স্যার! কিছু তো বুঝতে পারছি না!
বুঝতে পারছিস না বুঝি? কাছে আয় বুঝিয়ে দিচ্ছি।
কাছে যাবো?
হ্যাঁ, যাওনা কেষ্টুদা! স্যার কি বোঝাবেন বলছেন।
ওরে বাবারে! এ'দুই হতচ্ছাড়া আমাকে ডুবিয়েছে!
চিটিংবাজী করে টাকা নিয়ে বন্ধুর কাছে আমার মুখে চুনকালি দেওয়ার মতলব? এই নে পুরস্কার!
স্যারের হাতের জোর আর টিপ দেখেছিস ফন্টে? এতোদূর থেকেও ঠিক কেষ্টোর মুণ্ডুতে লাগিয়েছে।
সত্যি নন্টে! যা বলেছিস।

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

গোঁও-গরর-খ্যাঁক!
ইস্! অবস্থা ক্রমশঃ খারাপের দিকে যাচ্ছে!
গোঁও-ও!
এই তো আর কিছুক্ষণ। তারপরেই তোকে হাসপাতালে ভর্তি করে দেবো।
ওর কি হয়েছে বলতো?
ঠিক বুঝতে পারছি না। মনে হয় এমন কিছু হয়নি।—
কয়েকদিন আগে ওকে একটা কুকুর কামড়েছিলো। এখন মনে হচ্ছে কুকুরটা বোধহয় পাগলা ছিলো। ওর অবস্থা দেখে তাই আজ—
অ্যাঁ!
ওরে বাবা! পরের স্টেশনেই নেমে যাবো।
গাড়ি থামতেই
গাড়ি ছাড়ার পর।
ফন্টে, দাওয়াইটা কি রকম হলো বলতো?
একেবারে অব্যর্থ ফলপ্রদ নন্টে!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
রাতে খাবার সময়
এবার দইটা নিয়ে এলো ঠাকুর!
দহি— নেহি!
আজও দই লোপাট! কদিন ধরেই এই কাণ্ড হচ্ছে! কে খায় তাকে ধরতে পারো না?
ওহি দো ছোকরা, নন্টুয়া আওর ফন্টুয়াকে দেখলম রসুই ঘরসে বাহার হোতে!
ঠিক, ওদেরই কম্ম! দেখাচ্ছি মজা!
আশা করি এরপর গুরুজনের ভোজ্যদ্রব্যের দিকে নুলো বাড়াবি না!
স্যারের দই না খেয়েও রাম ঠেঙানি খেলুম মাইরি ফন্টে!
কিন্তু যার জন্যে ঠেঙানি খেলুম, সেই দই থেকেকে ধরতে হবে!
পরদিন সন্ধ্যাবেলা
কোথায় যাচ্ছিস রে ফন্টে?
মাছ ধরবো বলে টোপ কিনতে যাচ্ছি!

খানিক পরে
ভাঁড়ে করে কি টোপ আনলি ?
দারুন জিনিস ! দেখতে পাবি !
রাত্রে
তোর টোপ খেতে কেউ তো আসছে না রে !
দাঁড়া না, দইয়ের লোভে তাকে আসতেই হবে !
দ্যাখ্ নন্টে ! আমাদের মক্কেল হাজির। এবারে দ্যাখ্ কিরকম অটোমেটিক ক্যাচ হয়ে যায় !
একটু পরেই
আই রে বাপ ! একদম মর গিয়া !
আওয়াজেই মালুম করতে পারছিস প্রজুটি কে! এবারে ঘরের আলোটা জ্বাল
অ্যা !
স্যারকে ডাক নন্টে ! তাঁর পেয়ারের ঠাকুর দইর বদলে আজ চুন খেয়ে ফেলেছে!
হতচ্ছাড়া নেপো ! তুমি শেষে আমারই দই মেরেছো হতভাগা!
টোপটা কিরকম কার্যকরী হয়েছে বলতো নন্টে ?
জবাব নেই !

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
এই ফন্টে! দাদু বললে, ডাক্তার বাবুকে ডেকে আনতে। ওঁর হাঁপানীর টান না কি বেড়েছে।
চল্ তাহলে।
এই তো ডাক্তারবাবু! আমরা আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম। দাদু আপনাকে একবার দেখতে যেতে বলেছেন, ওঁর হাঁপানী একটু নাকি বেড়েছে।
আরে আমি তো তোদের বাড়িতেই যাচ্ছি।
শোন্ এক কাণ্ড হয়েছে। তোদের দাদু একটা লটারির টিকিট কিনেছিল। আজ কাগজে দেখলাম ঐ টিকিট ফার্স্ট প্রাইজ দুলক্ষ টাকা পেয়েছে। তাই তোদের দাদুকে খবরটা দিতে যাচ্ছি। একে হাঁপানীর রুগী, তাই হঠাৎ শুনলে হার্ট ফেল করতে পারে। তাই আমি একটু কায়দা করে জানাবো।
ঘরে
কেমন আছেন গড়গড়ি মশাই?
দাদু! ডাক্তারবাবু এসেছেন।
ভালো না।
টানটা আজ বেশ একটু বেড়েছে।
বেশ একটু ঘুরিয়ে বলতে হবে দেখছি।
ওর জন্যে কোন চিন্তা নেই।

আচ্ছা গড়গড়ি মশাই! আপনি যদি হঠাৎ দশ হাজার টাকা পেয়ে যান তাহলে কি করবেন?
ভালো করে চিকিচ্ছে চিকিচ্ছে করাবো।
যদি পঞ্চাশ হাজার টাকা পান তাহলে?
কি যে বলেন ডাক্তারবাবু! তবে পাই যদি তাহলে মনের সুখে তীর্থে-টীর্থে ঘুরে বেড়াই।
যদি দু লক্ষ টাকা পান?
নন্টেরে, দাদুর হার্ট বোধ হয় ফেল করলো।
তাহলে আদ্ধেক আপনাকে দিয়ে দেবো।
আদ্ধেক আমাকে দিয়ে দেবেন! তা-তার মানে এক লক্ষ টা-টাকা আমার — ইক্!
!
?
ডাক্তার অজ্ঞান হয়ে গেছে। শিগগির আর একজন ডাক্তার ডেকে নিয়ে আয়।
তাজ্জব মাইরি! হেঁপো রুগী দাদু ঠিক টাইট হয়ে বসে রইল, আর টাকা পাবে শুনে উল্টে ডাক্তারবাবুই ফট্!
কি গেরো বল্ দেখি। ডাক্তারের জন্যে এখন আবার ডাক্তার ডাকতে হবে।
যা বলেছিস।

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
আরে কয়েকদিন পরেই তো কেল্টুদার সঙ্গে আমাদের রেস হবে।
আজ কেল্টুদাকে দেখছি না তো রে, নন্টে?
কেল্টোর কি হলো বল্ দেখি?
কি জানি। ঘাবড়ে গিয়ে পিছিয়ে গেলো না কি? চল একবার খোঁজ করি গিয়ে।
রেসে হেরে যাবার ভয়ে পিছিয়ে গেলে নাকি কেল্টুদা?
সে ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়!
শুধু জেনে রাখ্ প্রতিযোগিতার ঐ কাপ আমি পাচ্ছি। তোরা অযথা পণ্ডশ্রম করে মরছিস!
চলি রে নন্টে আর ফন্টে! টা-টা!
কি রকম গ্যাস দিয়ে গেলো দেখলি?

রেসের আগের দিন
কি রে, দৌড়ের আগেই গাড়ির কি হাঁড়ির হাল হয়ে গেলো না কি রে ?
দ্যাখ এখনো সময় আছে কেন হেরে গিয়ে অপদস্থ হবি ?
ওর ঐ ঝাঁক ঝাঁক করতেই হবে।
রেসের দিন
আমাদের নতুন জীপ গাড়ি তৈরির প্রতিষ্ঠান হোঁদল এন্টারপ্রাইজ্‌এর তরফ থেকে কেল্টুকুমার বনাম নন্টে আর ফন্টের জীপ রেস শুরুর সময় হয়ে গেছে।
শুরুর আগে আর একবার ভালো করে কোন্ পথ দিয়ে যেতে আসতে হবে ভালো করে বুঝিয়ে একটা করে চার্ট দিয়ে দিন।
হ্যাঁ, আমি ওদের ভালো করে সব বুঝিয়ে দিচ্ছি।
হোঁদল এন্টারপ্রাইজ এর
উদ্যোগে
জীপ রেস প্রতিযোগিতা
হোঁদল এন্টারপ্রাইজ এর কেল্টুকুমার বনাম নন্টে আর ফন্টের জীপ রেস শুরু হলো। স্টার্ট !

কেল্টোর তড়পানি সব ঝিমিয়ে গেলো না কি রে ফন্টে?
কি গো কেল্টুদা! তোমার জীপ যে টিপ টিপ করে ছুটছে?
তাদের কাছ থেকে প্রাইজ জিতেও হলে আমার এর চেয়ে বেশী জোরে যাবার দরকার নেই, বুঝেছিস?
বেচারা নন্টে আর ফন্টে! ওরা জানেনা যে আমি ইচ্ছে করে পেছিয়ে পড়ছি। আর সেই সঙ্গে পুরস্কার জেতার দিকে এগোচ্ছি।
রাস্তা ছেড়ে এবারে বে-রাস্তা ধরলেই মনে হয় ঠিক জায়গায় পৌঁছোবো।
বাঃ! একেবারে ঠিক জায়গা মতো পৌঁছে গেছি!
একটা কথা-ইয়ে-মানে এই মাছের ঝুড়ি আপনারা কোথায় পৌঁছুন দাদা?
শহরের কাছাকাছি।

চমৎকার! অনুগ্রহ করে জীপ সমেত আমাকে আপনার লঞ্চে করে এই জায়গায় পৌঁছে দিন। তার জন্যে অবশ্য ইয়ে দেবো।
হুমমম! ঠিক আছে!
ভট! ভট! ভট!
কত সহজে আর বিনা পরিশ্রমে, ওরা অত দূরে পৌঁছাবার অনেক আগেই আমি পৌঁছে যাবো। কেউ টেরও পাবে না। হিঃ হিঃ!
ওদিকে
কেল্টাকে আমরা অনেক পেছনে ফেলেছি কি বলিস?
হ্যাঁ, কিন্তু সামনে রাস্তা আটকে ষাঁড় শুয়ে যে রে!
মরেচে! ব্যাটার যে নড়ার নাম নেই রে!
জোরে জোরে হর্ণ বাজা দেখি!
ক্যা-অ্যা-অ্যাক্! ক্যাক! ক্যাক!
মোঁ
যাক, ব্যাটা হর্ণের ঠ্যালায় উঠে পড়েছে। মিছিমিছি কতটা সময় নষ্ট করালো!
নন্টেরে, হতভাগা বলীবর্দের আচরণটা ঠিক ভালো ঠেকছে না।

ঘোঁয়াৎ!
গেলুম রে!
মলুম রে
ওক্‌ৎ!
উঃ, কেল্টোর সঙ্গে জীপ রেসে শেষে কিনা ষাঁড়ের গুঁতোয় ফেঁসে গেলুম!
একে নিজায় বিঘ্ন ঘটিয়েছি তারওপর গাড়িটার রং আবার লাল। ব্যাটা ক্ষেপে গিয়েছিলো।
এই মরেচে! হাঁড়াতে গিয়েমে হাঁটু আবি ঢুকে গেলো রে!
রেস আমাদের এখানেই বোধ হয় শেষ হয়ে গেলো। কেল্টোটাই শেষ পর্যন্ত প্রাইজ বগলদাবা করবে!
কি হবে রে নন্টে? এই পাঁকেতেই হাঁক পাঁক করতে হবে?
দাঁড়া, একজন আসছে। এই যে দাদা! আমরা কাদায় আটকে বড়ই বিপাকে পড়েছি!
পাঁকে পইরেছ জি তো দেখতিছি। কিন্তুক পথ ছাইড়ে উখানে কাদার ভেতর লেঁদুলে ক্যামনে?
ইচ্ছে করে কি আর সেঁদিয়েছি, স্যাঁদালো হয়েছে!
এবার আমাদের ভালো দিকি মোড়লদাদু!

তুলবো তো লিচ্চয়। আমি য্যাখন ইখানে হাজির রইচি য্যাখন আর ডর নাই। কিন্তুক আপুনাদের কে উখানে কাদাতে ল্যাঁদায়ে দিলো ইটা তো বুঝতে লারচি!
ইকি ফ্যাসাদ রে? আগে তোদ্দ, তা নয় কাদায় আটকে রেখে জেরা শুরু করেছে।
আগে আমাদের তোলার ব্যবস্থা করো তো মোড়লদাদু পরে সব বুঝিয়ে বলবোখিন।
ঠিক আচে। আমি লোক আর দড়ি নিয়ে এস্‌তাচি।
কিছুক্ষণ পরে
ভীমে, বাবুদিগে কাদার থিকে তুইলে দে।
দিখো না কেনে, এক হেঁচকায় দুটোকেই তুইলে নে আসাচি।
হেঁইও-ওপ্‌স!
ইটা কি হল ভীমে? ক্ষ্যামতায় কুলুবে নি, তবু এক্‌সাতে দুজনকে তুলতে নেগেচে। যতো সব আনাড়ির কম্মো।
আরো কিছু পরে
উঃ, মোড়লদাদু এসে না পড়লে আমাদের কি দুরবস্থাই না হতো! এবারে গাড়িটা একটু ঠেলে তুলে দিলেই উপকারটা পুরোপুরি হয়ে যায়।
এই দ্যাখ ভীমে, তুইলে মরিচি। কাদার ভেতর ক্যামনে পুঁইতেগেছলো তা তো জানা হলো নি!
ও লিচ্চয় তেনারা পুঁইতেছেলেন। চুল কইরে ভাগ্যি পায়ের দিগে পুঁইতেছেলেন মাথার দিগে হলে আর দ্যাখতে হতো নি!

ঘন্টে! কেল্টো কতো আস্তে আসছে রে? এতোক্ষণ হয়ে গেলো, তবু ওর পাত্তা নেই! কি ব্যাপার বলতো!?
আমাদের কাছ থেকে পুরস্কার জেতার আর আশা নেই বুঝে রাস্তায় বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে!
এদিকে
আমার যথেষ্ট উপকার করলেন -- এই নিন আপনার ইমেটা!
আপনার কৃপা [illegible] পেলে আমিও ধন্য!! ধন্যবাদ!
ওরা যতক্ষণে ঘুরে এসে পৌঁছোবে তার অনেক আগেই পুরস্কার আমার হস্তগত হয়েগেছে। নিজেই নিজেকে বলতে ইচ্ছে করছে-কেল্টুকুমার মুগ মুগ জীও!
একটা গাড়ি আসছে। একজন যখন, নিশ্চয়ই কেল্টু!
হ্যাঁ, কেল্টুকুমারই বটে! কাপটা তাহলে ওই জিতলো!
ক্লিক
জীপ রেসে পুরস্কার বিজয়ী এবং চ্যাম্পিয়ান!
ক্লিক
এই নাও কেল্টুকুমার, তোমার বিজয়ীর পুরস্কার!
ধন্যবাদ স্যার!

একি রে!
আমাদের কাদা মাখাই সার হলো?
তোরা কি সং সেজে ঢং দেখাতে আসছিস নাকি রে নন্টে আর ফল্টে!
হেঃ, আমার সঙ্গে কেন যে তোরা পাল্লা দিতে আসিস বুঝিনা। আর এখন মন খারাপ করলে কি হবে বল? হেঃ হেঃ!
উফ্, হাঁফ ধরে গেছে! যাক তবু আপনাকে খুঁজে পেয়েছি!
লঙ্কওয়ালা এখানে কেন?
আপনি আমার লঙ্কে ওঠার পর ভুল করে এক ঝুড়ি মাছ আপনার গাড়িতে রেখেছিলাম।
হুমম! বটে?
তাই তো ভাবছি, যে এতো মাছের গন্ধ আসে কোত্থেকে! কোথায় সেই চিটিং ব্যাজ মর্কটটা!
ওই যে স্যার, আপনার ভয়ে পালাচ্ছে!
হতচ্ছাড়া মর্কট! আমার বোর্ডিংএর ছাত্র হয়ে কিনা চিটিংবাজী? আগে ধরি, তারপর দেখবি তোকে কি করি!
উপ্স্
নন্টে, এবারে স্যার আর কেল্টোর মধ্যে গাড়ি বনাম ঠ্যাংএর দৌড়ের প্রতিযোগিতা।
চালাকি করে নয়, এবার সত্যিকারের বিজয়ী!

নন্টে আর
নারায়ণ দেবনাথ
আমার নিজের হাতে তৈরি এই ক্যামেরা দিয়ে তোর ছবি-ই আগে তুলবো ফন্টে !
চমৎকার ! তাহলে আমি একটা ভালো জায়গা দেখে দাঁড়াই, কি বলিস ?
হ্যাঁ ঠিক আছে, ক্যামেরার সামনেই দাঁড়া। আগে একটা ক্লোজ আপ তুলবো।
এবারে হাসি হাসি মুখ কর ! রেডি-ওয়ান-টু-থ্রি !
অপচ !
হিঃ-হিঃ-হিঃ !
আচ্ছা, হতচ্ছাড়া তুই যাবি কোথায় !
এখানে দাঁড়িয়ে থাকি। এখান দিয়েই ওকে আসতে হবে— তখন ওর ক্যামেরা ওর মাথায় ভাঙবো !

কিছু পরে
ঐ আসছে বোধ হয় পাজীটা ! এইবার মজাটা টের পাবে।
খেয়েচে ! এ তো নন্টে নয় ! কার মাথায় ক্যামেরাঘাত করলুম !
দমাস্ !
ঠিক লোককেই মেরেছো। এ ব্যাটা ঘুঘু সোনা চোরাই চালানদার।
ফন্টে ! ওকে ধরার জন্যে যে পুরস্কার ঘোষণা করা আছে তা তুমি পাবে।
ঘন্টাখানেক পরে
ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলার নামে চালাকি করে আমার মুখে কালী ছিটিয়ে পালালি, আর আমি তোর সেই ক্যামেরা দিয়ে কুখ্যাত সোনা চোরা চালানকারী ধরে সরকারী পুরস্কার পাচ্ছি।
সত্যি !
কিন্তু আমি একলা নয়, পুরস্কারটা দুজনে এক সঙ্গে নেবো নন্টে !
আমাকে বাদ দিয়ে তুই যে কিছু করবি না, সে আমি জানি ফন্টে !

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
ফন্টে : সন্ধ্যেবেলা মাঠের ধারের পোড়ো বাড়িটায় যদি আসিস, তবে তোকে একটা মজার জিনিস দেখাবো।
আচ্ছা
সেদিন সন্ধ্যাবেলা
কইরে নন্টে ! আমাকে আসতে বলে ওরই পাত্তা নেই। ভড়কি দিলে না তো ?
মজার জিনিস দেখাবার নাম করে আসতে বলে তোর নিজেরই পাত্তা নেই। এতক্ষণে এসে— বা-বা—
— বাবাগো !
হি:-হি: ! পালাচ্ছিস কেন রে ফন্টে ?
কেমন মজার জিনিস তোকে দেখালাম রে ফন্টে —হা:-হা:!
গাঁট্টা মেরে তোর এই হাড়টার জবাব দিতে পারি তা জানিস নন্টে ?
কি বললি? আমায় গাঁট্টা মারবি?
না, মারবে না। তুই আমার পিলে নড়িয়ে দিয়েছিস তা জানিস ? তোকে—
সহসা
চোর! চোর! সর্বস্ব নিয়ে গেল!

ওহো হো! আমার সর্বস্ব নিয়ে পালালো।
ঐ আসছে ব্যাটা চোর। তোর এই লাঠি হাত দিয়েই ওকে কুপোকাত করবো। তুই এদিকে দাঁড়া আমি ওদিকে দাঁড়াই। কুইক্!
ওফ্!
ধপাস!
দ্যাখ ফন্টে, এর নাম ক্যাচ্ ধরা।
সাবাশ!
তোমরা ছিলে তাই সব ফিরে পেলুম। কিন্তু তুমি কালো আলখাল্লা পরেছ কেন?
ও শিম্পাঞ্জী নাচের মহড়া দিচ্ছে কিনা, তাই।
একটু পরে
আমায় শিম্পাঞ্জী বললি যে ছুঁচো!
আমায় সন্ধ্যেবেলা ও রকম করে ভয় দেখালি কেন বেল্লিক!
সাবধান ফন্টে!
সাবধান নন্টে!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

শেষ রাতে
এবারে একটু ঘুম ঘুম ঘুম ঘুম মতো লাগছেরে ফন্টে!
আমারও। কিন্তু এখনই একটু সজাগ থাকতে হবে, চল্ একটু বসা যাক!
একটু পরেই
নন্টে! আমাদের বোর্ডিংএর খিড়কি দিয়ে কে বেরোচ্ছে না? নির্ঘাত সেই ছিঁচকেটা! কিছু হাতিয়ে নিয়ে ব্যাটা সরে পড়ছে!
চল্ ব্যাটাকে আর পালাতে দেওয়া চলবে না!
হাতে গাড়ুর মতন কি যেন রয়েছে! ওটাই বোধহয় হাতিয়েছে!
এবারে একেবারে বমাল সমেত ক্যাচ্ হয়ে যাবে!
এতদিন করিয়াছ ঘটি বাটি চুরি—
ধমাস!
ধাঁই!
এইবার জেঙে যাবে সব জারিজুরি!
হতচ্ছাড়ারা! একটু প্রাতঃকৃত্য করতে বেরিয়েছি, আর আমাকেই চোরের বদলে লাঠির গুঁতো! এই পাহারা দেওয়া? ফিরে এসে তোমাদের ব্যবস্থা করছি!
স্যা স্যার!
কিছু পরে
ফন্টে, স্যার ফিরে এসে কি ব্যবস্থা নেবে বলতো?
লাঠির গুঁতোর জন্যে ব্যবস্থাটা বোধহয় কড়া-ই হবে!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
পরশু স্যারের জন্মদিন। তোরা এবারে স্যারকে কি প্রেজেন্ট করছিস?
আমরা দুজনে ওঁকে এবার একটা ফ্লাওয়ার ভাস দেবো। তোমাকে দেখাচ্ছি।
এই দ্যাখো কেল্টুদা। কাল আমি আর ফন্টে কিনে এনেছি। তুমি কি জিনিস দিচ্ছো?
আমি? আমি নিজের হাতে স্যারের একটা প্রতিকৃতি এঁকে উপহার দিচ্ছি।
তুমি নিজে এঁকেছো? বলো কি!
কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না? ঠিক আছে, সামান্য একটু বাকী আছে, করে কাল তোদের দেখাবো! কিন্তু তোদের ঐ টুনকো জিনিস সাবধানে রাখিস। বলা যায় না – টুক করে ভেঙে গেলেই মুস্কিল।
একটু পরে
কেল্টো ঘরে নেই। চল চুপি চুপি গিয়ে সত্যি এঁকেছে, না তাপ্পি মেরেছে দেখি আসি।
যা ভেবেছি। আমিও এই তালে হাতের টিপটা পরীক্ষা করি।
কৈ রে ফন্টে, কেল্টু অঙ্কিত স্যারের প্রতিকৃতি কৈ?
ঝন্‌ন্‌!
নন্টে, আমাদের ঘরের দিকে যেন কিছু ভাঙার শব্দ হলো!

এ নির্ঘাত কেল্টার কাজ। ইস! না খেয়ে টিফিনের পয়সা জমিয়ে কেনা।
স্যারের কাছে আমাদের অপদস্থ করার মতলব। আচ্ছা ঠিক আছে।
পরদিন বিকেলে
নন্টে আর ফন্টে! স্যারের প্রতিকৃতি কেমন এঁকেছি দেখবি চল
দ্যাখ্!
স্যারের কাছে বাহবা পাবার জন্যে বাইরে করিয়ে রাত রাতি এনে সাজিয়ে রেখে নিজের বলে চালাচ্ছে
কাল স্যারকে দেখিয়ে ফিনিশিং টাচ্ দিয়ে পরে স্যারের হাতে দেবো।
পরদিন
তোর যে প্রতিকৃতি আঁকার গুণ আছে তা তো জানা ছিলো না রে কেল্টু! দেখি কেমন আমাকে এঁকেছিস।
!
কি হয়েছে স্যার? পছন্দ হয়নি — ইক্!
বলছিস কি হয়েছে আমার সঙ্গে রসিকতা!
বিশ্বাস করুন স্যার, এ জিনিস ছিলো না। আমি বুঝতে পারছি না ওটা কি করে হোলো!
হতভাগা মর্কট! এই বলদি আমার ছবি থেকে ক-এঁকেছিস, আর এখন নিজেই বুঝতে পারছিস না। একবার ধরতে পারলে বুঝিয়ে দিচ্ছি!
স্যার কেন হঠাৎ কেল্টুর ওপর খাপ্পা হয়ে গেলেন খুব অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের পাঠকদের সে কৌতূহল মেটাচ্ছি, কিন্তু কি করে ওটা গজালো সেটা জানতে না চাইলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকবো

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

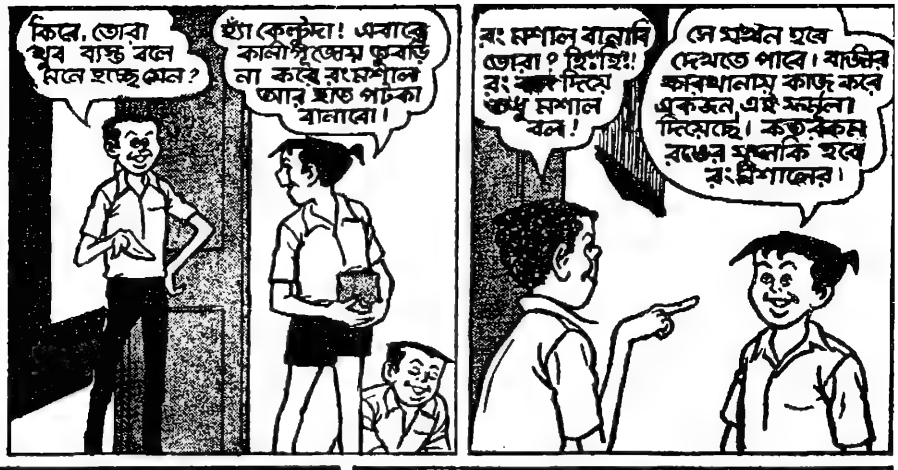

ওখানেই কাগজে মুড়ে রেখে দে ফন্টে। কাল তৈরি করা যাবে। এবার চল ওদিকটার খোঁজ নি।
এই যাওকা। ওরা বেরোলেই ওর থেকে কিছু মশলা সরিয়ে ফেলবো।
কাজ হাসিল। এবারে এঘর থেকে সরে পড়ি।
ওদিকে
কইরে, কোথাও তো পেলুম না। কেল্টোটা কোথায় রেখেছে, বলতো?
বুঝতে পারছি না। এই পালিয়ে চল, কেল্টো আসছে বোধ হয়।
পরদিন সন্ধ্যায়
একটা তৈরি হয়েছে। প্রথমটা স্যারকে দিয়ে জ্বালাই। স্যার খুব খুশি হবে!
ঠিক আছে। বলছিস যখন তখন একটা জ্বালাই। কেমন জিনিস করেছিস?
দারুণ জিনিস স্যার! এখনি বুঝতে পারবেন!
সস্‌স্‌
দুড়ুম!
হতচ্ছাড়া মর্কটটা গেলো কোথায়?
ঐ দিকে ছুটে বেরিয়ে গেলো স্যার!
হতভাগা কেল্টো আমাদের হাতপটকার মশলা দিয়ে রংমশাল বানিয়ে স্যারকে দিয়ে জ্বালিয়েছে। আর তাতেই এই বিপত্তি!
যা বলেছিস। বাজী দিয়ে বাজিমাৎ, এর বদলে একেবারে বাজিকত!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
অতো মনোযোগ সহকারে কি দেখছো বলো তো কেলুদা?
ছুঁচের মতো মনে হচ্ছে যেন।
হ্যাঁ, ভাই। তবে এ তোদের সাধারণ ছুঁচ নয়। এ হচ্ছে মন্ত্রঃপূত শলাকা। এটা পেয়েছি তিব্বতের এক তান্ত্রিকের কাছ থেকে। এই শলাকা যার শরীরে বিদ্ধ করা হবে, সে নাকি ক্রীতদাসের মতো তার আজ্ঞাবহ হবে।
এবার এই শলাকার গুণ পরীক্ষা করবো।
অউফ্!
সত্যি, শলাকার গুণ কার্যকরী হয়েছে দেখছি। নন্টের ভাবান্তর ঘটেছে। ও এখন থেকে আমার আজ্ঞাবহ।
কি কাণ্ড। নন্টে সত্যিই দেখছি কিরকম হয়ে গেলো।
নন্টে, আমার পা টা ভালো করে টিপে দে দেখি।
এইযে দিচ্ছি কেলুদা।
মাত্র একঘন্টা হয়েছে। আরো ঘন্টাখানেক তেল দিয়ে দলাই মলাই কর নন্টে। তারপর চান করবো।
আচ্ছা কেলুদা তাই দিচ্ছি।
!

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে আয় নন্টে! খাচ্ছার জন্যে অনেক দেরী হয়ে গেলো।
তাই যাচ্ছি কেল্টুদা।
আমার সব জামা কাপড়, বিছানার চাদরে, বালিশের ওয়াড়, ভোয়ালে সব কিছু ভালো করে কেচে দিবি।
তাই হবে কেল্টুদা।
দেখলি তো ফন্টে. শলাকার সত্যিই কি অপরিসীম শক্তি। আমি যা বলছি ও তাই করছে।
সব ঘটনা স্যারকে এখুনি জানাতে হবে।
ঐ দেখুন স্যার নন্টেকে কি রকম খাটাচ্ছে!
কেল্টু! নন্টেকে পাঠিয়ে দে। ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবো।
নন্টের নিশ্চয়ই বেশী পরিশ্রম হয়েছে। ওর এখন যথেষ্ট বিশ্রাম আর প্রচুর ভালো ভালো খাওয়া প্রয়োজন। তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে।
কেল্টুই ওকে সাহায্য করবে।
হতচ্ছাড়া বোম্বেটে! তোর শাস্তি হচ্ছে- নন্টেকে সকাল বিকাল গাড়ি করে বেড়াতে নিয়ে যাবি আর ভালো জিনিস খেতে চাইলে খাওয়াবি।
উফ্! আ- আচ্ছা স্যার!
বাহ! উল্টে আমিই এখন ওর আজ্ঞাবহ। দাস হয়েছি! আবার গাঁটের পয়সা খসিয়ে ওকে খাওয়াতেও হচ্ছে!
এরপরে কেক খাবো কেল্টুদা!
?
দারুণ লাগিয়েছিস মাইরি নন্টে! আমিও বুঝতে পারিনি রে। পুরো একমাস এরকম চলবে। হিঃ হিঃ!
নে বিস্কুট খা। কেক আনলেও ভাগ পাবি!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

সেদিন রাত্রে
কেল্টো বোধহয় এখনো খাবার ঘরে সাঁটাচ্ছে।
ঠিক আছে। চল এবারে সরে পড়ি।
একটু পরে
ঠাকুরকে 'ম্যানেজ' করে খাওয়াটা আজ ভালোই জমেছিলো। এবারে জল খেয়ে জোর ঘুম লাগাই।
একঘন্টা পরে
ফরর ফোঁৎ!
ফরর ফোঁৎ!
আ-আঃ! কি হচ্ছে রে নন্টে ফন্টে? ঘুমোতে দে
খড়রর!
খড়রর!
খড়রর!
খড়রর!
দিলি তোরা ঘুমটা নষ্ট করে। ভেবেছিস ঘরে লুকিয়ে থেকে শব্দ করে আমাকে ভয় পাওয়াবি। কিন্তু অতো সহজে আমাকে ভয়— কিকিম্ভুতটা কি ঘুরছে ঘরময়!
ও-রে-বা-বা! ভূউউত! দরজাটা কোনদিকে?
খড়রর
খড়রর
বাবাগো, ভূতে আমার ঘাড় মটকালো গো!
হাঃ হাঃ!
হিঃ হিঃ!
চিক!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
হামাকে আপুনি ডাকিয়েছেন বাবু?
শোনো, আমার জন্যে কয়েকদিন আর ক্ষীর করোনা। রাত্রে কদিন শুধু খই দুধ খাবো।
রাত্রে
কই হে ঠাকুর—এই যে, দুধ আনতে এতো দেরী হলো কেন? দাও, দাও।
দুধ খা লিয়া!
খা লিয়া মানে? তাই তো, এতো তলানি পড়ে আছে! এখন শুধু শুকনো খই চিবিয়ে থাকতে হবে। দুধ কিসে খেলো?
কৌন জানে! বিল্লি-উল্লি হোবে।
পরদিন রাত্রে
আজ ভি আধা দুধ খা লিয়া।
নাঃ, জানলায় জাল লাগাতে হবে দেখছি।
পরদিন সকালে
কেন্টু, তারের জাল এনে খাবার ঘরের জানলায় লাগাবি। বেড়ালে রোজ আমার দুধ খেয়ে যাচ্ছে।
বেড়ালে রোজ আপনার দুধ খেয়ে যায়! কি ভয়ানক কথা। আমি এখুনি গিয়ে জাল এনে লাগাচ্ছি।
দেখুন স্যার, এবার বেড়ালের সাধ্যি নেই যে দুধ খায়।
বেশ হয়েছে।
সেদিন রাত্রে
আশ্চর্য! জাল লাগাবার পরেও দুধ সাবাড় হয়ে যাচ্ছে!
পরদিন
আমার মনে হচ্ছে, এদের ওপর একটু নজর রাখা দরকার।
যেই হোক, ধরতে পারলে দুধ খাওয়ার সুদ শুদ্ধু উসুল করে নেবো!

দেখলি ফন্টে, কেল্টোটা কেমন আমাদের ওপর দোষ চাপাতে চাইছে।
এর একটা হেস্ত নেস্ত না করলে স্যার আমাদেরই দোষী ভাববে।
সন্ধ্যায়
লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে কি হবে রে ফন্টে ?
এই গুঁড়ো দিয়েই দুধ খেকো ভূতকে পাকড়াও করবো ! তুই ঠাকুরকে ভুজুং ভাজুং দিয়ে একটু আটকে রাখিস।
একটু পরে
চলে আয় নন্টে! প্রাথমিক কার্য শেষ। এখন খালি শুধু অ্যাকশনের অপেক্ষা।
সদাশয়
একটু পরেই
ওরে বাবারে ! গেলুম রে! জ্বলে গেলো রে !
কেল্টুর আবার কি হলো ! চল্ তো গিয়ে দেখি।
একি ! তুই নাচ জুড়েছিস কেন? হাতে ওটা কিসের নল ?
ওটাই যে স্যার গ্যাড়াকল ! ওই পাইপলাইন বেয়েই তো দুধ আসে !
ওরে বাবারে! দুধ এতো ঝাল হয়ে গেলো কি করে!
এই দেখুন, দুধের পাইপ লাইন দিয়ে ঘরে বসেই কেল্টুদা দিব্যি দুধ টেনে মেরে দিতো !
ওঃ, হুজুরছাড়ার পেটে পেটে এতো শয়তানী বুদ্ধি! অই ভাবি, জানলায় জাল দেওয়া সত্ত্বেও দুধ কল্লে কি করে!
স্যার বলেছেন, এর ওপর আর ওকে নতুন করে শাস্তি দেবেন না।
ঠিকই বলেছেন। এর জেরই সারারাত ধরে চলবে বোধহয় আহা বেচারা !

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
কি গো কেল্টুদা! অতো মনযোগ দিয়ে কি পড়ছো?
দাঁড়া, দাঁড়া, বলছি!
সহজ ম্যাজিক শিক্ষা
আসছে সপ্তাহে আমাদের বাৎসরিক উৎসব। সেই অনুষ্ঠানে আমি ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করবো।
বলো কি গো কেল্টুদা, তাজ্জব ব্যাপার!
তোদের আমি আমার অ্যাসিসটেন্ট করে নেবো। অবশ্য তোদের কি করতে হবে তার ট্রেনিং দিয়ে নেবো।
কি কি ম্যাজিক দেখাবে কেল্টুদা!
আজবাজে ম্যাজিক না দেখিয়ে, জিনিস ভেঙে গুঁড়ো করে আবার সেটা আস্ত করার খেলাটা দেখাবো। দেখবি কি দারুন ইন্টারেস্টিং!
অনুষ্ঠানের আগের দিন
যা যা বললুম সে রকম সব করবি
ঠিক আছে কেল্টুদা।
অনুষ্ঠানের দিন
এবার আমি আপনাদের ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করবো।

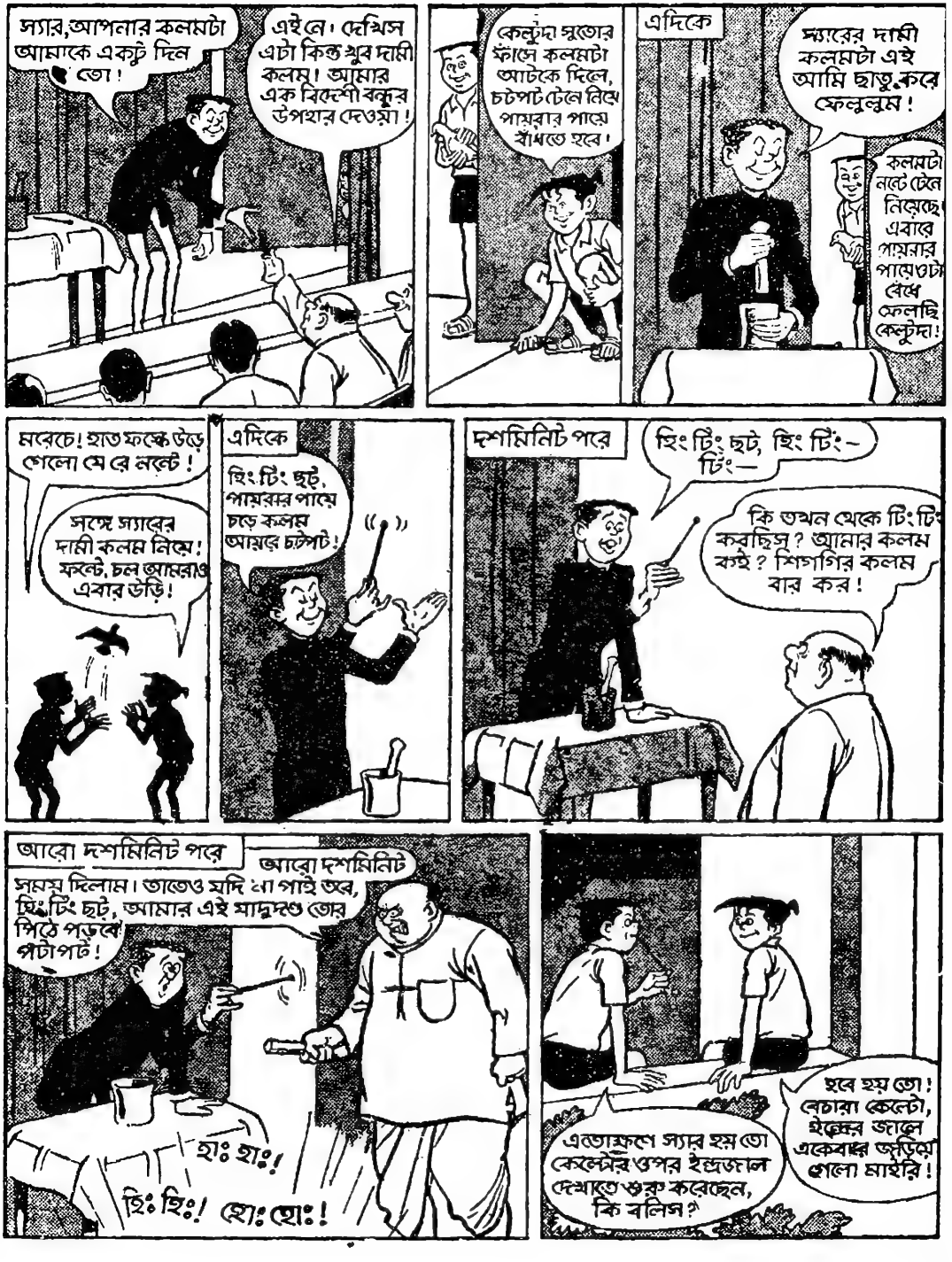
স্যার, আপনার কলমটা আমাকে একটু দিন তো!
এই নে। দেখিস এটা কিন্তু খুব দামী কলম! আমার এক বিদেশী বন্ধুর উপহার দেওয়া!
কেলুদা সুতোর ফাঁসে কলমটা আটকে দিলে, চটপট টেনে নিয়ে পায়রার পায়ে বাঁধতে হবে।
এদিকে
স্যারের দামী কলমটা এই আমি ছাতু করে ফেলেছি!
কলমটা নন্টে টেনে নিয়েছে এবারে পায়রার পায়েওটা বেঁধে ফেলছি কেলুদা!
মরেচে! হাত ফস্কে উড়ে গেলো মে রে নন্টে!
সঙ্গে স্যারের দামী কলম নিয়ে! ফন্টে, চল আমরাও এবার উড়ি!
এদিকে
হিং টিং ছট্, পায়রার পায়ে চড়ে কলম আয়রে চটপট!
দশমিনিট পরে
হিং টিং ছট, হিং টিং— টিং—
কি তখন থেকে টিং টিং করছিস? আমার কলম কই? শিগগির কলম বার কর!
আরো দশমিনিট পরে
আরো দশমিনিট সময় দিলাম। তাতেও যদি না পাই তবে, হিং টিং ছট্, আমার এই যাদুদণ্ড তোর পিঠে পড়বে পটাপট!
হাঃ হাঃ!
হিঃ হিঃ! হোঃ হোঃ!
এতোক্ষণে স্যার হয় তো কেলুর ওপর ইন্দ্রজাল দেখাতে শুরু করেছেন, কি বলিস?
হবে হয় তো! বেচারা কেলো, ইন্দ্রের জালে একেবারে জড়িয়ে গেলো মাইরি!

মন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
পূজার ছুটির কয়েকদিন আগে বোর্ডিংএ
কি রে কেল্টু কি ব্যাপার?
বলছিলাম কি, বোর্ডিং বন্ধের আগে একটা নাটক মঞ্চস্থ করলে কেমন হয়?
এ তো অতি উত্তম প্রস্তাব! তা কি নাটক মঞ্চস্থ করবি ঠিক করেছিস?
সে আপনি যা ঠিক করবেন!
বিকেলে সবাইকে আমার ঘরে আসতে বলিস, তখন সব ঠিক হবে।
ঠিক আছে স্যর! তাই বলবো।
হ্যাঁ স্যর, খুব ভালো হবে স্যর!
এবং এর সঙ্গে গুণীজন সম্বর্ধনার অনুষ্ঠান করে আমরা স্যরকে সম্বর্ধনা জানাবো!
আরে না না, ওসব আমার করতে যাওয়া কেন?
না স্যর, আপনার কোন আপত্তি শুনবো না!
হেঃ হেঃ! তা তোদের যখন এতোই ইচ্ছে তখন করিস!

এখন শোন, এবার যে নাটক আমরা অভিনয় করবো ঠিক করেছি তা হলো রামায়ণের অনবদ্য কাহিনী লঙ্কাকাণ্ড!
কে কোন চরিত্রে অভিনয় করবে তা আমি পরে জানিয়ে দেবো। এখন তোমরা সব ঘরে যাও।
হতচ্ছাড়া কেল্টোটা সুযোগ পেলেই খালি স্যারকে তোয়াজ করে হাতে রাখবে।
যা বলেছিস মাইরি! নাটকের সঙ্গে আবার কায়দা করে সম্বর্ধনা জুড়ে দিয়েছে!
পরদিন
শোন, কে কি করবে ঠিক করেছি। আমি করছি রাবন, কেল্টু রাম আর পবননন্দনের ভূমিকা ফন্টের, আর সবাই অন্যান্য চরিত্র করবে।
পরে
আরে এ নাটকে হনুমানেরই তো আসল ভূমিকা। বলতে গেলে হিরো।
শেষে আমি হনুমান সাজবো স্যার!
মামাবাড়িতে একটা ভালো হনুমানের মুখোস আছে। যদি এখুনি আমাকে ছেড়ে দেন, তা হলে গিয়ে ওটা নিয়ে আসি
বাঃ! ভালোই হবে! তবে দেরী করবি না, রিহার্সালে বসতে হবে আর বেশী সময় নেই।
মামাবাড়িতে
দিদিমা! দিদিমা
কোন অলপ্পেয়ে র‍্যা! এসময়ে আবার জ্বালাতে এসেছিস!

খ্যাংরা মেরে বিষ ঝেড়ে — ওমা! ফন্টু যে! আগে বলবি তো দাদা!
বলবার চান্স দিলে কই! তা এতো খেপেছো কেন?
আর বলিস কেন ভাই! পাড়ার ছেলেগুলো বড়ো উৎপাত করে। তা হঠাৎ কি মনে করে এলেছো গো দাদা!
একটা জিনিস নিতে এলুম গো দিদিমা! আচ্ছা হনুমানের একটা মুখোস ছিলো সেটা আছে?
তেতে পুড়ে এয়েছিস আগে খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম কর তারপর খুঁজে দেখিস! আছে হয় তো কোথাও!
সেই ভালো দিদিমা! আগে খাওয়া দাওয়াটাই হোক। যে গুরুভার আমার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে—
কী! তোর ওপরে ভারী জিনিস চাপিয়ে দিয়েছিলো কোন অলক্ষুয়ে মুখপোড়া! খ্যাংরা মেরে তার বিষ ঝেড়ে দিয়ে আসবো না!
আরে দূর, সে ভার নয়, এ অন্য ভার, হনুমানের ভার — ওসব তুমি ঠিক বুঝবে না দিদিমা!
ম্যালা বকিস নি তো দাদা! বদমাইসি করে কারা তোর ঘাড়ে একটা গোদা হনুমান চাপিয়েছিলো, এটা বুঝবো না আমাকে এতোই বোকা ঠাউরেছিস নাকি? কি ভাগ্যি আঁচড়ে কামড়ে দেয়নি! ঠাকুর রক্ষে করেছেন! এবার রান্নার জোগাড় দেখি রে ভাই!
খুব হয়েছে, তাই তাড়াতাড়ি দেখো!
একটু পরে
গুলুটা আবার গেলো কোথায়! একটা কিছু করাবার উপায় নেই। গুলু অ গুলু, আরে অ্যাই হতচ্ছাড়া গুলে!
এজ্ঞে যাই গো মা ঠাকরেণ!

এই যে হতচ্ছাড়া! ফন্টু এয়েচে, তাকে রান্না করে খেতে দিতে হবে তো রে পোড়ারমুখো!
দিতে হবে না! লিচ্চয় দিতে হবে।
কি দিতে হবে, তোর মাথা! শীগগির বাজার করে নিয়ে আয়, খুব তাড়াতাড়ি আসবি।
লিচ্চয়! ডোঁক কইরে যাবো আর কোঁক কইরে চইলে আসবো।
ওতার লোডেড হয়ে গেছি গো দিদিমা! টেনে তোলবার অবস্থা হয়েছে!
কি যে বলিস বুঝি না! এবারে একটু শো। আমি আচারগুলো রোদে দিয়ে আসি।
পরে
এখন আর ঘুম টুম আসবে না। এই ভালো বরং অ্যাকটিং প্র্যাকটিস করি। অ্যাকটিংএর মুডও এসে গেছে।
ওরে আরে [illegible] পাপিষ্ঠ রাবন, লেজে [illegible] আগুনে তোর পোড়াবো [illegible]!
নখদন্তে উপাড়িয়া দশমুণ্ড তোর—
এদিকে
আচার রোদে দেওয়ার ঝামেলা মিটলো এবারে ফন্টুর সঙ্গে একটু গল্প করি।
হ্যারে ফন্—
এখনি সবংশে আজ করিব নিধন! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

নেজের আগুনে লঙ্কায় দাবানল জ্বালি, ছারখার করি দিবো স্বর্ণলঙ্কা তোর!
ফক্কু! তুই এসব কি বলছিস্? ওরে কি সর্ব্বনাশ হলো রে! ওরে অ গুলু!
আমাকে ডেকেছেন আপনি?
এসেছিস গুলু! দ্যাখ বাছা আমার কেমন করছে আর কি সব বলছে! আমি কি করবো রে গুলু?
ধিক ধিক! হাঃ হাঃ—
দেখি কি ব্যাপার ঘটেছে!
এবার লাথি দিয়া পেটি তোর ফাটে ওরে পাষণ্ড বাক্কস!
ঠাকুরে! কেরে সর্ব্বনাশা গো ঠাকরেন!
ওঃ! আমাকে দেখেই তেড়ে এলো! খুব জোর পাইলে এমেচি! দাদাবাবুকে নিঃঘাত পেঁচোয় পাইয়েছে!
কি গুলু?
আমি এক্ষুনি ডেকু ওঝাকে নিয়ে আসতেছি! ওসব পেঁচো ফেঁচো সে দু ফুঁ মেরেই উইরে দেবে!
তাহলে তাড়াতাড়ি করে নিয়ে আয়!
কিছুপরে
বুঝলে দিদিমা! স্যার বলেছে আমারটাই প্রধান। রোলটা ঠিকমতো ফোটাতে পারলে একেবারে ফাটিয়ে দেবে!
হ্যাঁ হ্যাঁ, ফাটাবি বই কি ভাই। আগে ডেকু এসে দেখুক, তারপর যতখুশি ফাটা!

ডেকু ওঝাকে নিয়ে এইটি গো ঠাকরুন!
কই, রুগী কোথায়?
হুঁ, ঠিক পেঁচোই বটে, কিন্তু আমি যখন এয়েচি তখন ব্যাটা পেঁচোকে আমি গাঁ ছাড়া কইরে ছাড়বো!
তাই কর বাবা ডেকু!
আমি পেঁচো ফেঁচো নই, কিন্তু তোমাকে দেখাচ্ছে ঠিক যেন মেক আপ করা রাবন! শোন্ ওরে দশানন, দেখি তোর নিকটে শমন্!
ওরে পেঁচো, তোর লপচপানি এখুনি দমন কইরে দিচ্ছি!
ঠাকরুন, এ ব্যাটা দেখছি বড় প্যাঁচোয়া পেঁচো! কিন্তু আমিও ডেকু ওঝা – এমন প্যাঁচ কষবো, যে বাপ বাপ বলে পাইলে যাবার পথ পাবে না!
মরেচে! ওঝা কেন? ওঝা আমার কি করবে?
কি কইরবো দেখাচ্চি! গুলু, একটা শিক উনুনে দিয়ে গরম কর। আমি ততক্ষণ ব্যাটাকে গাছে বেঁধে ফ্যালাই!
তারপর গরম শিকের ছ্যাঁকা আর এই লাঠির বিশ ঘা! তারপর দেখি তুই কি কইরে থাকিস!
ওরে বাবারে! মেরে ফেল্লে রে! আমি আর মোটেই থাকতে চাই না!
দেখুন ঠাকরুন ডেকুর দাপটে পেঁচো কেমন কেঁচো হয়ে পাইলে যাচ্চে! মোর সাথে মামদোবাজী!

এটা কেমন খেলো ডেকু? ছেলেটা শুদ্ধু যে চলে গেলো!
ঐ তো মোর চিকিচ্ছের গুণ গেছে মা ঠাকুরুন! রোগ রুগী দুই পাইলে যায়। আচ্ছা এবার যাই, পেন্নাম!
বোর্ডিংএ
এই তো ফন্টে! সারাদিন কোথায় ডুব মেরে ছিলি বল তো?
আর বলিস নে! মাইরি! প্রাণ নিয়ে যে ভেসে উঠতে পেরেছি এই ঢের!
কেন রে?
সে কথা জানতে চেয়ে আর লজ্জা দিস্‌নে ভাই নন্টে! তা সার তোকে কিসের পার্ট দিয়েছে রে?
রামের অনুচর হয়ে নেপথ্যে জয়ধ্বনির পার্ট।
তারপর থেকেই কেল্টেটা পেছনে লেগেছে! তুই তো ছিলি না, যখন তখন এসে বলতে শুরু করলো এই যে আমার মর্কট অনুচর এটা করে দে ওটা করে দে! আর তোর কথা বলছিলো যে আমার পরম ভক্ত হনুমানটি কোথায় গেলো রে?
আমিও সুযোগ খুঁজছি। স্যারের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে আমি কেল্টোর বিড়ম্বনা করে ছাড়বো!
কি করে করবি?
সে যথাকালে দেখিবি রে কেরামতি মোর! এখন চল কেল্টোর ঘরে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করি!
হতভাগাটার কাছে যেতে চাই না! তবু যখন বলছিস তখন চল!
কি করছো কেল্টুদা? রামের পার্ট মুখস্থ করছো বুঝি?
এই যে আমার ভক্ত আর অনুচর। কি বারতা কহ?
কেল্টুদা! স্যারের সম্বর্ধনার মালা আমরা কিনে দেবো। গলায় অবশ্য তুমিই পরাবে!
এ তো খুব ভালো কথা রে! তবে বেশ ভালো স্পেশাল মালা আনবি!
উজবুক দুটোর ওপর দিয়ে মালার ব্যবস্থা হয়ে গেলো!
এবারে কিছু লাল বিষ পিপড়ে আর এক শিশি মধু। এ হলেই দেখবি লঙ্কাকাণ্ড হয়ে রাবনের হাতে রাম বধ হয়ে যাবে!

অভিনয়ের দিন
সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ! আমরা নাটক অভিনয়ের আগে আমাদের শ্রদ্ধেয় বোর্ড সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মহাশয়কে সম্বর্ধনার আয়োজন করেছি।
সকলের অনুমতি নিয়ে এবার আমি স্যারকে মাল্যদান করছি!
চটাপট
চটাপট
চটাপট
সমবেত ভদ্রমণ্ডলী। ছেলেরা যে আমায় এতো ভালোবাসে তা জেনে আমি অভিভূত! আজ আমি এতো আনন্দিত যে আমার
আঁ আঁ আঁ আঁ!
স্যারকে সম্বর্ধনা জানাতে পেরে আমরাও গর্বিত— আহা স্যার তাঁর গলার মালা আমাকেই দিলেন!
তাঁর এই স্নেহের দান আমি মাথা পেতে নিলুম! আমি প্রাণপণে এর মর্যাদা রেখে—
-চলতে চেষ্টা করবো— ওরে বাপরে, পিঁপড়ে জ্বলে গেলো!
আঃ! উফ্! গেলুম! আবার মালা!
হতচ্ছাড়া আমার সঙ্গে মস্করা! আজ তোর পিণ্ডি চটকে ছাড়বো!
হেল্প! হেল্প!
মাননীয় দর্শকমণ্ডলী! অনুষ্ঠান এবারের মতো এখানেই শেষ করছি! কারণ, রামের মস্তকে রাবণ তার হস্তধৃত ফুলদানীটি না ভেঙে ফিরবেন বলে মনে হয়না। কাজেই আজ এখানেই যবনিকাপাত করে দিচ্ছি। নমস্কার!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
দ্যাখ ফন্টে, এ বলে আউট – এ হু! স্যারের জানালার সার্শিতে লেগে কাঁচ ভাঙলো!
কেল্টু, এ কাজ কে করেছে তুই খুঁজে বের কর!
ঠিক আছে স্যার! তবে কারা করেছে মনে হয় আমি বুঝতে পেরেছি!
কেল্টো আমাদের ফ্যাসাদে ফেলতে পারে। ও আমাদের সন্দেহ করেছে, এটা ওকে আমি স্যারের কাছে বলতে শুনেছি!
তাই নাকি? আমরাই ওকে উল্টে ফ্যাসাদে ফেলে দেবো!
সুতরাং-
স্যারের ঘরে তুই কি করছিস র‍্যা নন্টে?
দ্যাখো কেল্টুদা! স্যারের টেবিলে একটা বোলতা!
তুই সরে যা। এটার ব্যবস্থা আমি করছি!
এক ঘায়ে পিষে ফেলবো—এঃ! স্যারের অ্যাসট্রেটা ভেঙে গেলো!
স্যারের খুব সখের জিনিস ছিলো এটা কেল্টুদা!
একি! আমার অ্যাসট্রে ভাঙা! কেল্টু দৌড়চ্ছে! মনে হয় অপরাধীকে ধরার জন্যে অনুসরণ করছে!
ক্লাসের মধ্যে সার্কাস? স্যারের হুকুম আছে এরকম বেয়াদপি করলে বেত লাগাতে!

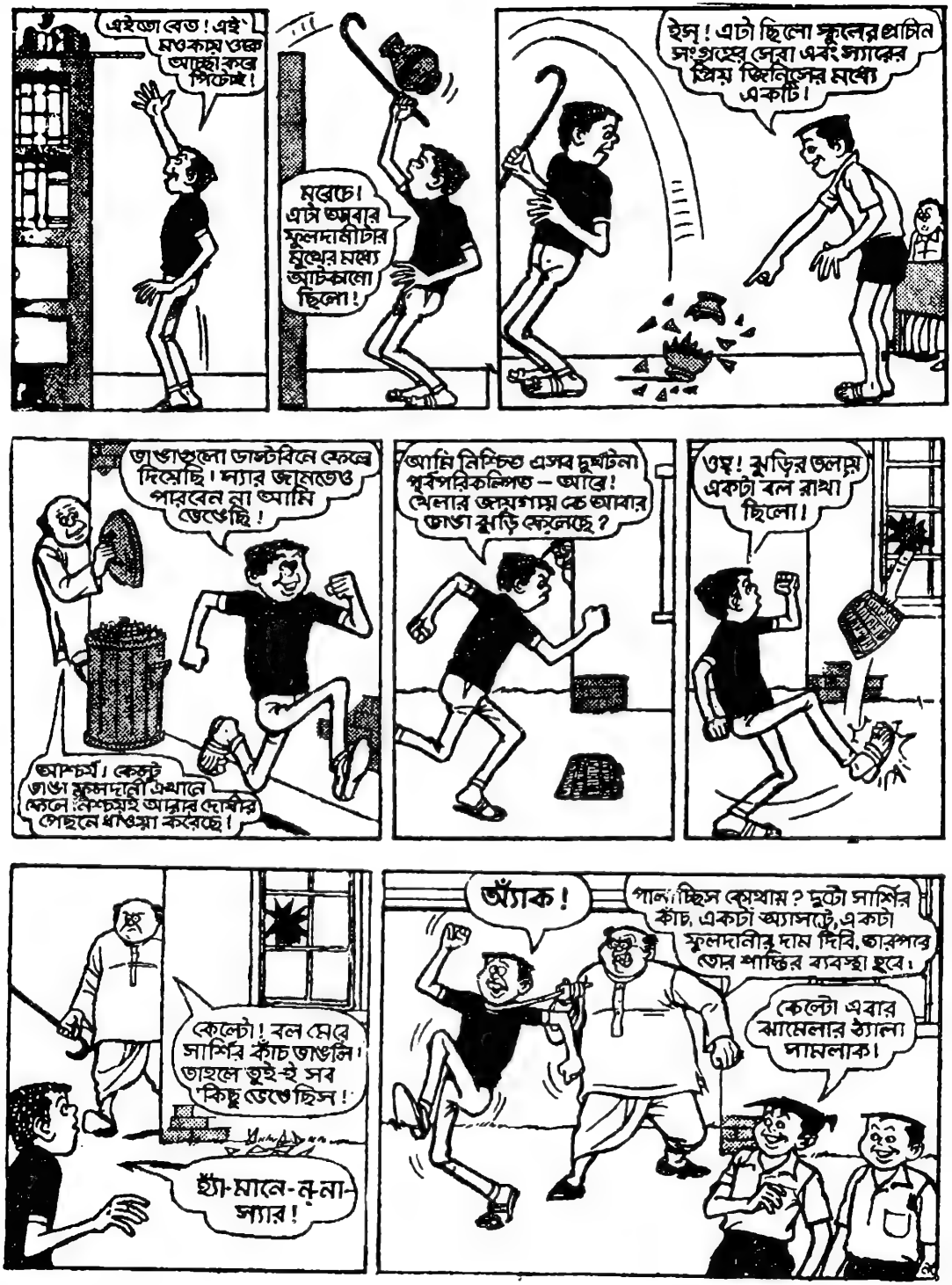
এইতো বেত! এই মওকায় ওকে আচ্ছা করে পিটোই!
মরেচে। এটা আবার ফুলদানীটার মুখের মধ্যে আটকানো ছিলো!
ইস্! এটা ছিলো স্কুলের প্রাচীন সংগ্রহের সেরা এবং স্যারের প্রিয় জিনিসের মধ্যে একটি।
ভাঙাগুলো ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছি। স্যার জানতেও পারবেন না আমি ভেঙেছি!
আশ্চর্য। কেলু ভাঙা ফুলদানী এখানে ফেলে নিশ্চয়ই আবার দোষীর পেছনে ধাওয়া করেছে!
আমি নিশ্চিত এসব দুর্ঘটনা পূর্বপরিকল্পিত — আরে! খেলার জায়গায় কে আবার ভাঙা ঝুড়ি ফেলেছে?
ওহ্! ঝুড়ির তলায় একটা বল রাখা ছিলো।
কেলটো! বল মেরে সার্শির কাঁচ ভাঙলি। তাহলে তুই-ই সব কিছু ভেঙেছিস!
হ্যাঁ-মানে-না-না-স্যার!
অ্যাঁক!
পালা ছিস কোথায়? দুটো সার্শির কাঁচ, একটা অ্যাসট্রে, একটা ফুলদানীর দাম দিবি, তারপরে তোর শাস্তির ব্যবস্থা হবে।
কেলটো এবার ঝামেলার হ্যাঙ্গা পামলাক।

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

তা এতে কি অ্যাদ্দেরে নন্টে?
খুব ভালো জিনিস কেল্টুদা!
তুমি ঘরে নিয়ে গিয়ে খুলে দেখলেই টের পাবে!
ওহ আইডিয়া! আমিও স্যারকে কিছু প্রেজেন্ট করবো ভাবছিলুম। ভালোই হলো। এটাই আমি আমার নামে স্যারের কাছে চালিয়ে দেবো। বিনা খরচে স্যারকে প্রেজেন্ট দেওয়া হবে –হিঃ হিঃ!
অ্যাই ঘুরেচে!
হাতে ওটা কিরে কেল্টু? কি আনলি!
বিশেষ কিছু না। এই আপনার জন্যে সামান্য একটু উপহার।
উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপতে চললো যে রে মাইরি!
ঘাবড়াও মাৎ! আমাদের যান্ত্রিক উপায়ে না হলে ও বুধোর হাস্তিক পদ্ধতিতে কার্যসিদ্ধি হবে।
না:, সত্যিই তুই আমাকে ভালোবাসিস দেখছি কেল্টু! কিন্তু আবার পয়সা খরচ করতে গেলি কেন?
ওসব বলে লজ্জা দেবেন না স্যার! এবার প্যাকেটটা খুলে দেখুন জিনিসটা আপনার পছন্দ হয়েছে কিনা।
ফ্রাস্ট্রিমেন্টেন্ট
ফন্টে, আর বোধহয় এখানে থাকা ঠিক নয়!
বড় মুখ করে যখন এনেছিস, তখন খুলে দেখি আমার জন্যে কি— অ্যাঁক্স্!
দমাস!
এ-এ কি হোলো স্যা-স্যর?
স্যার-স্যার-
চুপ নন্টে! তাকে হাত পেলে হয়।
আলবৎ!
যান্ত্রিক গুঁতোর চেয়ে স্যারের হাস্তিক মানে হাতের গুঁতোর চোটটা বেশিই হবে, কি বলিস ফন্টে?

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
আর কয়েকদিন পরেই তো পুজোর বন্ধ। কিন্তু কেলুদা কোথায় রে?
আমার থেকে টাকা ধার নিয়ে কি যেন কিনতে গেলো।
করেছিস কি! জেনে শুনে কেলুটাটাকে আবার টাকা দিয়েছিস? আর কখনো সে টাকা তোর কাছে ফিরে আসবে।
নিশ্চয়ই আসবে। শুধু আসবে না বর্দ্ধিত হয়ে আসবে স্ফীত হয়ে আসবে।
বর্দ্ধিত হবে! কিন্তু ক্ষুদ্র হয়েও তো কোনদিন আসেনি গো কেলুদা!
আসবে, আসবে। তখন আসেনি, কিন্তু এখন আসবে।
যা কখনো ঘটেনি এখন কোন যাদুমন্ত্রে তা ঘটবে গো কেলুদা?
যাদুমন্ত্রে হবে কেন রে গবেট—হবে একটা বিপর্যয় ঘটিয়ে।
মরেচে! আবার কার বিপর্যয় ঘটাবে?
টাকের!

য়্যাঁ-য়্যাঁ!
য়্যাঁ নয় হ্যাঁ! দেখবি টাকের জগতে আমি একেবারে বিপর্যয় ঘটিয়ে দেবো।
টাক বলতে আর কিছু থাকবে না। মাথার একমাত্র টাক তাদের মাথায় দুধের মতো ফুল গজাবে। আর চুলো মাথার মা গালে তাদের আর একটা চুলও উঠবে না।
ওরে বাবা! শুনেই তাজ্জব লাগছে! কিন্তু সেটা কি করে হবে?
হেঃ,হেঃ! কি করে হবে? হবে আমার তৈরি একটা ডেমজ তেল লাগিয়ে।
কিন্তু সেই তেল তুমি তৈরি করবে কি দিয়ে?
আরে সেই ফুগান্তকারী ফরমুলাই তো আমার করায়ত্ত।
কিন্তু সেই ফরমুলা তোমার করায়ত্ত হলো কেমন করে?
ওঃ সেও এক আশ্চর্য ঘটনা! তাহলে বলি শোন। কাল বিকালে নদীর দিকে বেড়াতে যাচ্ছি দেখি গাছতলায় এক সাধু। এগোতেই পেছন থেকে ডাক পড়লো-
দাঁড়াও বৎস!
আমাকে বলছেন?

হ্যাঁ বৎস, তোমাকেই ডাকছি। আমার কাছে এসো। মনে হচ্ছে আমি তোমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি!
আমাকে! কেন?
বোসো বৎস! তোমার সঙ্গে আমার কিছু গোপনীয় কথা আছে।
এবার বলুন আপনার কি কথা আছে।
বলছি। আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি তুমি খুব প্রতিভাধর। ভবিষ্যতে তুমি দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। আর প্রচুর অর্থশালী হবে।
আমার গুরু মহারাজ ধ্যানযোগে তোমার মতন একজন সুলক্ষণ যুক্ত প্রতিভাধরের বর্ণনা দিয়ে আদেশ করেছিলেন জিনিষটা দিতে। এখন মনে হচ্ছে তোমারই বর্ণনা দিয়েছিলেন।
কে আপনার গুরু সাধুজী? তিনি এখন কোথায় আছেন?
আমার গুরু শ্রীশ্রীমৎস্বামী ফেরেববাজানন্দজী মহারাজ! তিনি এখন হিমালয়ের দুর্গম গুহায় ধ্যান মগ্ন।
তিনি কি জিনিষ দিতে বলেছিলেন সাধুজী?
সেই জন্যেই তো তোমাকে ডাকলাম বৎস! আমার শ্রীশ্রীমৎগুরু টাক নিরাময়ের একটি অব্যর্থ ভেষজ বস্তু দীর্ঘদিনের সাধনায় আয়ত্ত করেছেন। তাঁর সেই সাধনালব্ধ জিনিষটি সবার উপকারে লাগাতে পারে এরকম উপযুক্ত লোকের হাতে দেবার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন!

ঐ বস্তুটি ব্যবহার করলে টকটকে টাকেও চুল গজাবে?
বর্ষাকালে মাঠে যেমন ঘাস গজায় তেমনি টাক মাথা ঘন চুলে ভরে যাবে। গুরুজীর নিজের শরীরের ওপর পরীক্ষা করে করে তাঁর সর্বাঙ্গ এখন ঘন চুলে ভর্তি।
তাহলে দিন আমাকে সেই জিনিষটি।
তোমাকে দেবার জন্যেই তো এতো ঘুরেছি বৎস! কি কি দ্রব্যে এটি প্রস্তুত হয় তা একটা কাগজে লিপিবদ্ধ করা আছে। কিন্তু একটা নির্দেশ আছে। এটি হস্তান্তরের সময় কিঞ্চিৎ দক্ষিণা প্রয়োজন।
তা হলে আগামী কাল এসে নিয়ে যাবো।
তাই ফন্টের কাছ থেকে ধার নিয়ে দক্ষিণা দিয়ে এই মুহ্যান্তকারী ফরমুলা নিয়ে এসেছি।
দারুণ জিনিস! আজকের টেকো মাথা কাল চুলে ভর্তি।
শোন নন্টে! তুইও কিছু ক্যাপিট্যাল ছাড়বি। উপাদান কিনতে হবে। তারপর জিনিষটা তৈরি হলে শিশিতে ভরে তোরা ক্যানভাস করবি। অবশ্য তার জন্যে ভালো কমিশন পাবি।
ঠিক আছে কেলুদা! টাক থেকে এবারে টাকা ইনকাম হবে।
এক টাকে চুল গজালে সব টেকো আমার এই তেমজ তৈল কিনবে। আবার যাদের চুল উঠে টাক পড়ার ভয় আছে তারাও কিনবে।

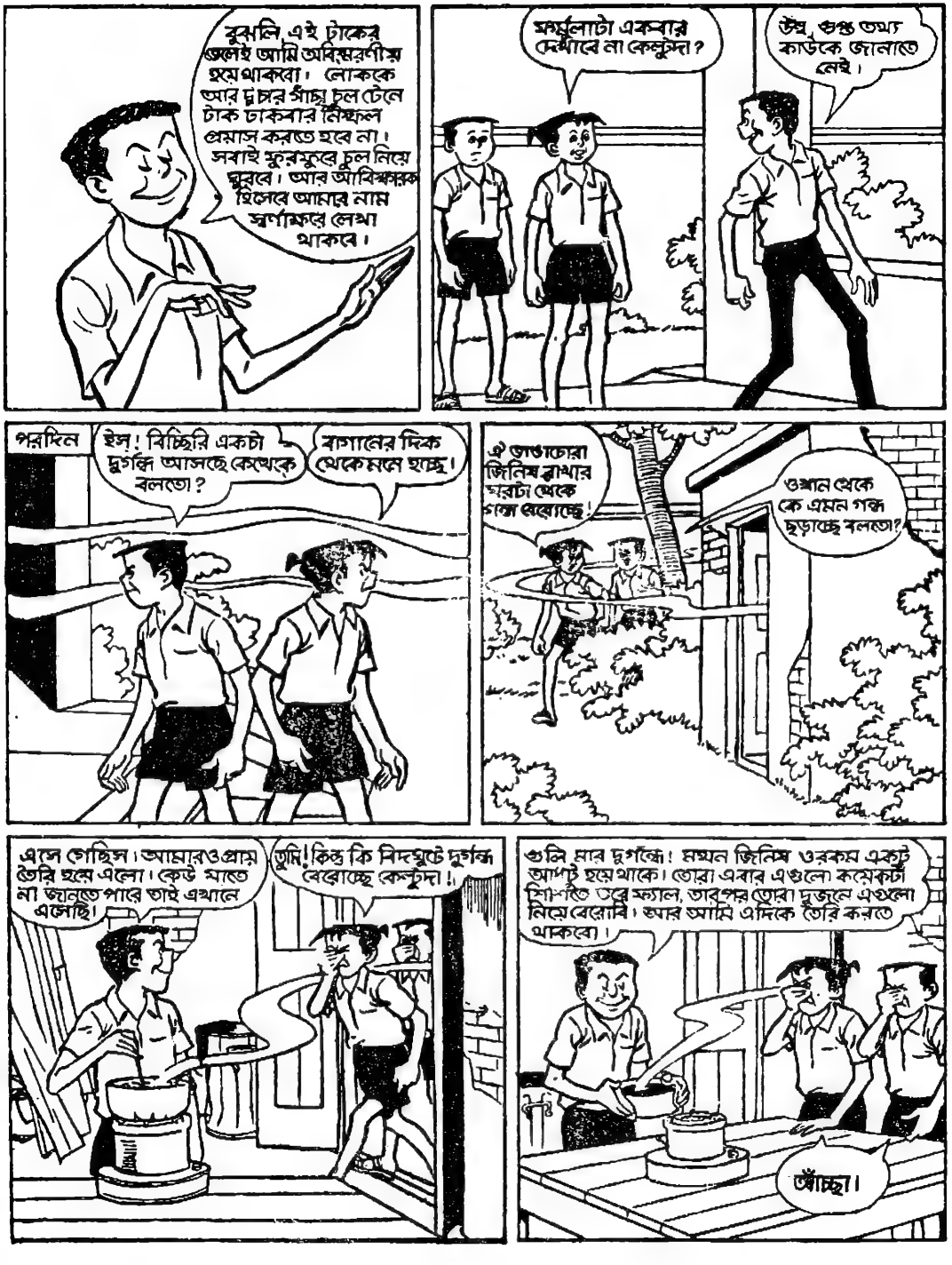
বুঝলি, এই টাকের জন্যেই আমি অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবো। লোককে আর দু চার গাছা চুল টেনে টাক ঢাকবার নিষ্ফল প্রয়াস করতে হবে না। সবাই ফুরফুরে চুল নিয়ে ঘুরবে। আর আবিষ্কারক হিসেবে আমার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।
ফর্মুলাটা একবার দেখাবে না কেল্টুদা?
উঁহু, গুপ্ত তথ্য কাউকে জানাতে নেই।
পরদিন
ইস্! বিচ্ছিরি একটা দুর্গন্ধ আসছে কোত্থেকে বলতো?
বাগানের দিক থেকে মনে হচ্ছে।
ঐ ভাঙাচোরা জিনিষ রাখার ঘরটা থেকে গন্ধ বেরোচ্ছে!
ওখান থেকে কে এমন গন্ধ ছড়াচ্ছে বলতো?
এসে গেছিস। আমারও প্রায় তৈরি হয়ে এলো। কেউ যাতে না জানতে পারে তাই এখানে এসেছি।
তুমি! কিন্তু কি বিদঘুটে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে কেল্টুদা!
গুলি মার দুর্গন্ধে! যখন জিনিষ ওরকম একটু আপটু হয়ে থাকে। তোরা এবার এগুলো কয়েকটা শিশিতে ভরে ফ্যাল, তারপর তোরা দুজনে এগুলো নিয়ে বেরোবি। আর আমি এদিকে তৈরি করতে থাকবো।
আচ্ছা।

একটা লাগসই নাম ঠিক করো কেলুদা!
ঠিক বলেছিস। এর নাম দিলুম টাকের দুশমন
পরদিন
চল, পার্কের ভেতরে গিয়ে বসি। পোর্টারটা নিয়েছিস তো?
হ্যাঁ, এই যে নিয়েছি। গিয়ে দেয়ালে পেঁটে নিতে হবে।
টাকের দৌরাত্ম্যে মাদের মাথা ফাঁকা বা যাঁরা চুল উঠে টেকোর দল নাম লেখাতে চলেছেন। তাঁরা আমাদের এই—
টাকের দুশমন ব্যবহারের ফলে
টাকের দুশমন প্রয়োগ করুন। দেখবেন দুদিনেই টাক ফাঁক হয়ে চুল গজিয়ে উঠবে। দামও বেশী নয় মাত্র দুটাকা।
ঠিক কাজ দেবে তো হে ছোকরা?
অব্যর্থ! মাথা ছাড়া কোথাও লাগাবেন না। যেখানেই লাগাবে চুল গজাবে।
মাথার চুল ওঠা বন্ধ হবে তো হে?
নিশ্চয়! এতো শক্ত হবে যে একটি চুলও টেনে তুলতে পারবেন না।
আর যা চুল উঠেছে তার দ্বিগুণ হবে।
দারুণ সেল হয়েছে মাইরি! আরো থাকলে আরো হতো। কাল আবার এখানেই আসবো।
কেলুদাকে বলবো প্রসেকসন বাড়াতে। পুজোর আগে ভালোই কমিশন পাওয়া যাবে।

টাকের দুশমনএর প্রথম দিনের আমদানী তো দারুণ রে! লাগিয়ে মারা উপকৃত হবে দেখবি এর আবিষ্কর্তাকে তারা নিশ্চয়ই অভিনন্দন জানাবে এত বড় একটা সমস্যা দূর করার জন্যে।
আমাদের আসলটা আর কমিশনটা দাও বেলুমামা
তোরা বড় ঘট করে বেগ খারিয়ে ফেলিস। আরো কিছুদিন ক্যানভাসিং কর, তারপর একসঙ্গে নিবি। আমি এখন ল্যাবরেটরিতে যাচ্ছি।
দেখলি, সব পণ্ড করে পুরে ফেললো।
পরদিন
আসুন এক শিশি টাকের দুশমন কিনে টাকের সমস্যা দূর করুন।
এক শিশিতেই কাজ সিদ্ধি। আসুন নিয়ে যান।
দুজন টেকো এদিকে আসছে। নিশ্চয় কাস্টমার।
একদম ওল মাথা কাস্টমার মেরে।
আসুন। এক শিশিতেই আপনার মাথার চেহারা পাল্টে যাবে।
চিনতে কষ্ট হচ্ছে। হবারই কথা। মাথার চেহারা পাল্টেছে যে। এটা দেখো তো।
এবারে নিশ্চয় চেনা চেনা লাগছে
হ্যাঁ। কাল আপনি এক শিশি টাকের দুশমন কিনেছিলেন।
ঠিক। তারপর ওটা ব্যবহারের আগে এটা পরে।

দেখুন না মশাই! কাল আমিও একশিশি কিনে রাত্রে মাথায় লাগিয়ে ঘুমতাম। ভোরে পুঁছেছিলুম। সকালে দেখি গোঁফ সমেত মাথার চারপাশের কটি চুল ছিল ঝরে গেছে। এই বয়সেই চিটিংবাজ!
আমরা তৈরি করি নি। কেলুদা করছে।
কোথায় কেলুদা, চল।
কোথায় তোদের প্রতিভাধর কেলুদা! একটু অভিনন্দন জানিয়ে যাই।
এ তো কেলুদার ল্যাবোরেটারি
কেলুদা তোমাকে দুজন লোক ডাকছেন।
নিশ্চয় অভিনন্দন। জানাতে। চল।
তোমার নাম কেলু? টাকের দুশমন তোমার তৈরি
হ্যাঁ, কিন্তু আপনারা আমার আবিষ্কৃত জিনিসে উপকৃত না হয়েই ছুটে অভিনন্দন জানাতে এসেছেন। এতে আমি খুবই—
আনন্দিত— আমি-আঁ-আঁ!
এ একিরকমের অভিনন্দন
চোট্টা চিটিংবাজ! দ্যাখ এবার তোর টাকের দুশমন তোর মাথাতেই প্রয়োগ করবো। নিয়ে আসুন সব শিশি।
নন্টে, ফন্টে! হেল্প!
এতোক্ষণে বোধ হয় সব টাকের দুশমন কেলুর মাথায় হয়ে গেছে। কি বলিস ফন্টে?
তা হয়েছে। সেই সাধু ব্যাটা একটা চিটিংবাজ! কেলুকে ঠকিয়েছে। আর মাঝখান থেকে আমাদের জমানো ক্যাশও সাফ হয়ে গেলো।

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
কেল্টো যাচ্ছে রে নন্টে! ও কেল্টুদা দেখো আমরা কেমন মজা করে যাচ্ছি!
অ্যাই থাম্!
তোমার জন্যে আমরা জখম হতে বসেছিলাম।
কিন্তু তোরা যা করছিলি তা বড়ই সাংঘাতিক
প্রমাণ করো।
হ্যাঁ, যা বলছো তা আমাদের দেখাও।
বেশ দেখাচ্ছি।
তোরা দ্যাখ যে, এটা কি রকম বিপজ্জনক।
বেশ মজাদার! কিন্তু কিছু বোঝাতে পারলে না।

আচ্ছা বেশ, আবার দেখাচ্ছি।
ওফ্‌স্‌!
আলু চোরি, আঁ? আবে বদমাস চোট্টা!
এখনো কিন্তু ঠিক বুঝিনি কেল্টুদা!
সুতরাং কেল্টুকে আবার চেষ্টা করতে হলো
অ্যাই মরেচে!
সত্যি কেল্টুদা, লরির পেছনে চড়া দেখছি খুবই বিপজ্জনক!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
সেদিন কেষ্টো মিথ্যে নালিশ করে স্যারের কাছে আমাকে কি ঠ্যাঙানিই না খাওয়ালে। আজ ওকে হাতে পেয়েছি সেদিনের শোধ তুলবো।
স্যারের প্রশ্রয়ে ওর বড় বাড় বেড়েছে।
ফন্টেটা আমাকে মারবার তালে আছে। লাগতে এলে আমিও ছাড়বো না, বিশেষ স্যার যখন আমার পক্ষে।
কারা যেন মারামারি করছে বলে মনে হচ্ছে!
ফন্টে কেষ্টু! এখুনি এসব থামা। তারপর দুজনে আমার সঙ্গে আমার ঘরে আয়!
বাইরে দাঁড়া ফন্টে, আমি আগে কেষ্টুকে শাস্তি দেবো।
আমি বলিশে মারছি তুই খুব ঠ্যাচা!
সপাং! সপাং!
ওউফ! আউফ!

?
এসে গেছিস্ নন্টে? শাস্তির ব্যাপারে চালাকি হচ্ছে রে মাইরি! এবার সব চালাকি ভাঙছি। তোকে যা বলবো সেই মতো কাজ করবি।
যেমনটি বলবি ঠিক তেমনটি কাজ হবে।
এবার ঘরে যা কেলু! এই শিক্ষা মনে থাকে যেন। এবার তোর পালা ফন্টে!
ওওওও! উঃ! আঃ!
নিচু হ ফন্টে!... ওঃ, বিরক্তিকর। টেলিফোন করার আর সময় পেলো না।
ব্যারর-ব্যারর!
হ্যালো! অ্যাঁ? কি? কোথায়? আমার গাড়িটা পুকুরে পড়ে গেছে? কি করে পড়লো?...জানিস না... আচ্ছা আমি এখুনি যাচ্ছি!
গাড়িটার বোধ হয় ব্রেক নষ্ট হয়ে গেছে স্যার। তাই গড়িয়ে পুকুরে চলে গেছে।
গর্দভ কোথাকার! এখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে না থেকে অন্য ছেলেদের নিয়ে গাড়িটা পুকুর থেকে টেনে তোল না নন্টে!

টান, আরো বেশ জোরে টান লাগা।
কিছুই হচ্ছে না স্যার! পুকুরের পাড়টা বড্ড পেছল, পা রাখা যাচ্ছে না।
এই যে স্যার! আমি শান্তির জন্যে এখানে অপেক্ষা না করলে আপনার গাড়িটা তুলতে আমার মোটেই বেশী সময় লাগতো না।
তোকে বিশ্বাস করি না ফন্টে। কিন্তু পারলে তোকে ক্ষমা করে দেবো।
গিপ!
ঠিক আছে আমি আসছি!
অবাক কাণ্ড! এতো দেখছি ট্যাকটর নিয়ে গাঁয়ের চাষী বোঁচাই সিঙ্গি! এ কোথা থেকে হাজির হলো?
যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি সমান জায়গায় তুলে দিচ্ছি, তোমরা একটা বড় পাথর গাড়ির সামনের দিকের চাকার কাছে রেখে দাও যাতে গাড়ি আবার গড়িয়ে না যায়।
হুম! শয়তানটা বোধহয় চালাকি করে শাস্তি এড়িয়ে গেলো। মনে হচ্ছে ওরই মতলবে গাড়িটা ঠেলে ফেলা হয়েছে আর বোঁচাই ট্যাকটর নিয়ে গেটের বাইরে অপেক্ষা করছে। কেলুকে বলে রাখি সবাই চলে গেলে গাড়ির ভেতরটা পরীক্ষা করতে।

একটু পরে...
অনেক ধন্যবাদ বোঁচাইদা। চলো তোমাকে একটু চা খাইয়ে দি!
স্যারের নির্দেশ, ওরা চলে গেলেই গাড়ির ভেতরে ঢুকে কি করে এটা ঘটলো তার হদিশ যদি কিছু পাওয়া যায় তা দেখতে হবে।
হিঃ হিঃ! যা ভেবেছি যে কেসটা হতচ্ছাড়া গাড়ির ভেতরটা দেখতে ঢুকবে। এইবার ইঁদুরটাকে ফাঁদে পেয়েছি। পামরটা ঠেলে সরিয়ে দি, আর ব্রেকটা তো অকেজো করাই আছে...
ওরে বাবা! আবার কি হলো? গাড়ি যে আবার ঢালুপথে পুকুরের দিকে ছুটছে!
ঝপাস!
আমাকে উ-উদ্ধার করুন স্যার! আমি সাঁতার জানি না!
তাতে বয়ে গেলো। তোর সঙ্গে যখন বোঝাপড়া করবো তখন তোর অবস্থা আরো খারাপ হবে!
আফ্! উফ্! বড্ড লাগছে যে স্যার
লাগবেই তো চাঁদু! এবার বালিসের বদলে গায়ে পড়ছে যে।

নন্টে
আর
ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

এটা নিয়ে তুই তিন নম্বর কলার খোসা ছাড়াচ্ছিস নন্টে! এর পর আমাকে না দিলে কলা গাঁড়াফাইয়ের খবর বাড়িতে রিপোর্ট হয়ে যাবে বলে দিচ্ছি।

ডাঁড়ারের স্টক থেকে কে কলা হাওয়া করেছে জানতে পারলে কি রকম হবে বল দেখি তবে —

ওপস্!

ওফ্!

কলার বদলে আছাড় খেলি?
সব তোর শয়তানি। খোয়া ছুঁড়ে তোর মুণ্ডু আমি — সব্বনাশ! লাইনের ফিসপ্লেট খোলা!

একটু পরেই তো এখান দিয়ে একটা গাড়ি যাবে।
শিগগির চ, স্টেশনে গিয়ে গাড়ি আটকাতে হবে

মরেচে! গাড়ি যে স্টেশনে এসে গেছে! এখনি হয়তো ছেড়ে দেবে।
গাড়ি ছাড়বেন না। সামনে ফিসপ্লেট খোলা!
কি হয়েছে?
কেউ বদমতলবে ফিসপ্লেট খুলে রেখে গেছে। এইমাত্র দেখে এলাম।
তোমাদের কথা সত্যি কি না দেখে আসি। মিথ্যে হলে শাস্তি পাবে। তোমরা এখানে দাঁড়াও, পালিও না।
না পালাবো না।
কিছু পরে
ওঃ! কি সর্ব্বনেশে কাণ্ড! ডাগ্যিস ছেলে দুটোর নজরে পড়েছিল!
তোমরা আজ অনেক লোকের প্রাণ বাঁচিয়েছ। সৎকাজের জন্যে তোমাদের পুরস্কার দেওয়া হবে।
ফেরার সময়
কলার খোসায় আছাড় খাইয়েছিস। এবার তার ফয়সালা।
আজ আর ঝগড়া নয় ফন্টে এই নে কলা।
পুরস্কার নেবার সময় যখন আমাদের ছবি তুলবে তখন এইভাবে ছবি তুলবো আমরা।
ঠিক বলেছিস।